রাঁচি, শনিবার
17:06:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>243 >>01 Ashar 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৪৩ >> << ০১লা, আষাঢ় ১৪৩০>>

উত্তর কোরিয়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে : দক্ষিণ কোরিয়া

সিউল ঃ দক্ষিণ কোরিয়া জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া বৃহস্পতিবার তাদের পূর্ব উপকূল থেকে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ গোলাবারুদ সহযোগে যে মহড়া করে তার বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলউত্তর কোরিয়া, তবে তারা পাল্টাজবাব কি হবে তা নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেনি। বৃহস্পতিবারের নিক্ষেপটি ছিল এই বছরের সর্বসাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ। উত্তর কোরিয়া গত মাসে একটি স্পাই উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল।

ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় ঃতলিয়ে গেছে বাড়িঘর, বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন বহু এলাকা

মোখাদা ঃ ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়' আঘাত হানার পর ভারত ও পাকিস্তানে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হলো, তা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। বাড়িঘর তলিয়ে গেছে। বহু ঘরের চাল উড়ে গেছে। উপড়ে গেছে গাছ, বিদ্যুৎ সঞ্চালনের খুঁটি। এ ছাড়া বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে হয়েছে ভূমিধস ও ভারী বৃষ্টি।

অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়' গতকাল বৃহস্পতিবার ভারত ও পাকিস্তানের উপকূলে আঘাত হানে। ভারতের সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গুজরাট রাজ্যে স্রোতের তোড়ে ভেসে দুজন মারা গেছেন। 'বিপর্যয়' নিয়ে কয়েক দিন ধরে সতর্কতা জারি করে রেখেছিল ভারত ও পাকিস্তানের আবহাওয়া দপ্তর। ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় দুই দেশে প্রায় দুই লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়।

আবহাওয়া দপ্তরের কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাতে গুজরাট রাজ্যের জাখু নামে একটি বন্দর দিয়ে উপকূলে ঢোকে 'বিপর্যয়'। গুজরাটের এই বন্দর পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী।

ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ বুলেটিনে বলা হয়েছে, উপকূলে প্রবেশ করার পর ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের তেজ কমে শুক্রবার সকালে এটি সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। এই সময় এর গতি ছিল ৮৫ থেকে ১০৫ কিলোমিটার। বিকেলের মধ্যে এর গতি আরও কমার কথা বলা হয় ওই বুলেটিনে।

ভারতের ঘূর্ণিঝড় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুজরাটের ভাবনগর জেলায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা মেষপালক ছিলেন। ভারী বৃষ্টি থেকে গবাদিপশু বাঁচাতে গিয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়। প্রবল ঝড়ের কারণে গুজরাটের কুচ জেলার অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। এ কথা জানিয়েছেন কুচ জেলায় উদ্ধার কার্যক্রম দেখভালের দায়িত্বে থাকা এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

ভারতের আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে, শুক্রবার সারা দিন গুজরাট ও এর পার্শ্ববর্তী রাজস্থান রাজ্যে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। এদিকে পাকিস্তানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আজ শুক্রবার জানায়, আরব সাগরে সৃষ্ট অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের গতি আগের চেয়ে বেশ কমেছে।

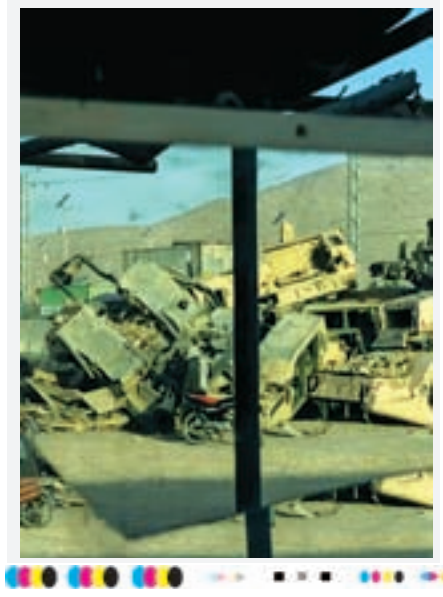

পাকিস্তানের আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান সরদার সরফরাজ আল জাজিরাকে বলেন, 'বিপর্যয়ের' কারণে আজ শুক্র ও আগামীকাল শনিবার পাকিস্তানের উপকূলীয় এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সরদার সরফরাজ বলেন, 'অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় তার গতি অনেকটা হারিয়েছে। আমাদের ধারণা, শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে এটি লঘুচাপে পরিণত হবে। তবে এ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কিছু কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আর ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বইতে পারে।'

এদিকে ইউনিসেফ জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের কারণে ভারত ও পাকিস্তানের সোয়া ছয় লাখ শিশু ঝুঁকিতে রয়েছে। ইউনিসেফের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক নোয়ালা স্কিনার বলেন, ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের কারণে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের শিশুরা ও তাদের পরিবার নতুন এক সংকটে পড়েছে। গত বছর পাকিস্তানে প্রাণঘাতী বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল এই প্রদেশে।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে অন্তর্বর্তী চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ বুধবার যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ইরানের সাথে একটি অন্তর্বর্তী পারমাণবিক চুক্তির প্রতিবেদন মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, ইরান যাতে পারমাণবিক অস্ত্র না পায় তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ইরানের পরমাণু পরিশোধন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে।

যুক্তরাষ্ট্র ২০১৫ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করার পর থেকে ইরান পরিশোধিত ইউরেনিয়ামের মান উচ্চ হারে বৃদ্ধি করেছে এবং তাদের পরিশোধিত ইউরেনিয়ামের মজুদ বৃদ্ধি করেছে। ২০১৫ সালের চুক্তিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার বিনিময়ে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে সীমিত করা হয়েছিল।

ইরান বলেছে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শুধুমাত্র বেসামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এবং তারা পারমাণবিক অস্ত্র চাওয়ার কথা অস্বীকার করেছে।

মিলার বলেন, আমরা ইরানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ইরানের কার্যকলাপ সম্পর্কে নির্বোধ নই, তবে আমরা সবসময় বিশ্বাস করেছি, কূটনীতিই ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বোত্তম পথ। তিনি আরও বলেন, তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সমস্ত বিকল্প খোলা আছে।

গত বছর পারমাণবিক চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে পরোক্ষ আলোচনা ভেঙে যায়। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, বিষয়টি বর্তমানে অগ্রাধিকারে নেই।

বাজার দর

SENSEX : 63384.58 +466.95
NIFTY : 18826.00 +137.90

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
40.00 °c	30.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 18 .36 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .02 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 83,700 টাকা./কিলো

ভারতের উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের আগেই সেখানে নিষিদ্ধ হবে মদ মাছ মাংস ডিম

অযোধ্যা ঃ উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যায় বিতর্কিত রাম মন্দির নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। একদিকে মন্দিরের কাঠামোর নির্মাণের কাজ হচ্ছে। অন্যদিকে, পাথর কেটে তৈরি হচ্ছে রামের নতুন তিন মূর্তি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী বছরের শুরুতেই, জানুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ নতুন মন্দিরের উদ্বোধন করবেন। পরদিন থেকে মন্দিরের আংশিক এলাকা ভক্তদের জন্যও উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রতি তিন মাস অন্তর অযোধ্যায় গিয়ে মন্দির নির্মাণ সহ অযোধ্যার সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। সেই কাজেই মুখ্যমন্ত্রী এখন অযোধ্যানগরীতে। সেখানে পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, নতুন মন্দির খুলে দেওয়ার আগেই অযোধ্যায় মদ মাছ মাংস ডিম বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। অফিসারদের সেই মতো পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ঘরোয়া বৈঠকে যোগী এই ভাবনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নতুন রাম মন্দির চালু হওয়ার পর হিন্দুদের অযোধ্যা ভ্রমণের ঢল নামবে। তাদের ভাবাবেগ এবং খাদ্যাভাসের কথা বিবেচনায় রেখেই এই নগরীতে মদ ও মাংস বিক্রি বন্ধ হওয়া দরকার। প্রশাসনিক মহলের মতে, অযোধ্যায় মদ মাছ মাংসের দোকানের অভাব নেই। বরং অন্য শহরের তুলনায় খানিক বেশিই আছে। অদূরেই ফৈজাবাদে আছে সেনা ছাউনি। বহু সেনা, পরিবার নিয়ে লাগোয়া অযোধ্যায় বসবাস করেন। হিন্দুদের অনেকেই আমিষ খান। এছাড়া সংখ্যালঘুর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ফলে মাছ মাংস ডিমের চাহিদা ভালই। অযোধ্যায় এইসব জিনিস বিক্রি বন্ধ হলে বিক্রেতাদের এককালীন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে পারে সরকার। প্রশাসনের ধারণা, নতুন মন্দির খুলে গেলে অযোধ্যায় দিনে এক থেকে দেড় লাখ পূণ্যার্থীর আগমন হবে। তাদের থাকা খাওয়ার সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে তৈরি হচ্ছে নতুন হোটেল, বাজার। এছাড়া অযোধ্যাকে একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরির কাজ প্রায় শেষ। রেল স্টেশনটি ইতিমধ্যেই বিশ্বমানের করে তোলা হয়েছে। প্রস্তুত আধুনিক বাস টার্মিনাস। ধর্মীয় স্থানে মদ মাংস বিক্রিতে আংশিক নিষেধাজ্ঞা বহু শহরেই আছে। তবে সেক্ষেত্রে মূলত উপাসনাস্থল থেকে পাঁচশ বা হাজার মিটার দূর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। এছাড়া, রামনবমীর সময়ও এগুলি বিক্রি বন্ধ রাখতে বলা হয়। ২০২১-এ উত্তরপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি বলে খ্যাত গোটা মথুরা পুর এলাকায় মদ, মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে অযোধ্যা।

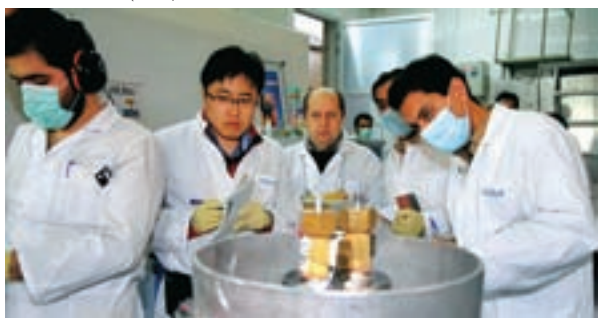

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আফগানিস্তানে আল কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটের শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে হুশিয়ারি

কাবুল ঃ যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বাহিনী আফগানিস্তানে অনুপস্থিত থাকায় আল কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর আফগানিস্তানের শাখাগুলো সংখ্যা এবং ক্ষমতায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আফগানিস্তান দ্রুত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভয়ারণ্যে পরিণত হচ্ছে এমন প্রচুর বিতর্কিত প্রমাণ রয়েছে। জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষণ দলে প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল কায়েদা তালিবান শাসিত আফগানিস্তানকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে দেখে এবং আল কায়েদা এবং তালিবান একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, আইএস খোরাসান বা আইএসআইএস কে নামে পরিচিত ইসলামিক স্টেট খোরাসান প্রদেশ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় তালিবানের অক্ষমতা, সেইসাথে তালিবান শাসনের প্রতি অসন্তোষকে নিজ সুবিধার জন্য ব্যবহার করছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছে। এক বছর আগে আফগানিস্তানে আল কায়েদার কয়েক ডজন সদস্য ছিল বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে আফগানিস্তানের বাইরে ৩০ থেকে ৬০ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সেইসাথে অতিরিক্ত ৪০০ যোদ্ধা, ১৬০০ পরিবারের সদস্য এবং বেশ কয়েকটি নতুন প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, আইএস খোরাসানের সদস্য সংখ্যা ৪ হাজার থেকে ৬ হাজারের মধ্যে রয়েছে, অন্তত ১৩টি প্রদেশে শক্তিশালী ঘাঁটি বা শিবির রয়েছে এবং কাবুল ও তার বাইরেও পৌঁছাতে পারে এমন একটি স্লিপার সেলের নেটওয়ার্ক রয়েছের পশ্চিমা কর্মকর্তা এবং গবেষকরা সাধারণত জাতিসংঘের প্রতিবেদনগুলোকে তথ্যের একটি মূল্যবান উৎস হিসেবে দেখেন, কারণ এতে একাধিক দেশের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মন্তব্য তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা সাধারণ ভুল বারংবার পুনরাবৃত্তি করেন বলে মন্তব্য গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দীপ মেহতার

সাব ইন্সপেক্টর থেকে ডিএসপি পর্যায়ের পুলিশ অফিসারদের জন্য ড্রাগসের চোরা পাচার মামলায় তদন্তের উপর একদিনের কর্মশালা আয়োজন সিআইডি এবং এনসিবির

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা রাজ্য জুড়ে বর্তমান চলছে ড্রাগসের রমরমা ব্যবসা। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কঠোর স্থিতি নিয়ে রাজ্যের ড্রাগসের অবৈধ ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর অসম পুলিশ এই বিষয়ে তৎপর হয়ে ব্যাপক অভিযান চালালেও রাজ্যে ড্রাগস পাচারের চোরা ব্যবসা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে পারেনি। অবশেষে এই বিষয়ে সচেতনতা এবং সজাগতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাব ইন্সপেক্টর থেকে ডিএসপি পর্যায়ের পুলিশ অফিসারদের জন্য ড্রাগসের চোরা পাচার মামলায় তদন্তের উপর একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত করেছে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) এবং কেন্দ্রের নারকোটিকস কন্ট্রোল বিউরো (এনসিবি)।

গুয়াহাটি মহানগরের গণেশগুড়ি স্থিত নেডফি হাট প্রেক্ষাগৃহে বৃহস্পতিবার এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ৮৫ জন পুলিশ অফিসার এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। মূলত সার্চ, সিজ, এরেস্ট, ডিসপোজাল, ড্রাগ সেম্পেলিং, ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন ইত্যাদি বিষয়ে এনসিবির বিশেষজ্ঞরা নিজেদের অভিজ্ঞতা তথা বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দীপ মেহতা মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি ডিজিপি আইপিএস জিপি সিংহ এবং সিআইডির অতিরিক্ত ডিজিপি আইপিএস এ ওয়াই ভি কৃষ্ণা অংশগ্রহণ করেছেন।

কর্মশালায় মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দীপ মেহতা বলেন ড্রাগসের চোরা পাচার মামলায় তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা সাধারণ ভুল বারংবার পুনরাবৃত্তি করেন। এর ফলে দোষী ব্যক্তিরা শুনানের সময় এর সুবিধা পেয়ে যায়। তবে ড্রাগসের বিরুদ্ধে অসম পুলিশের অভিযানের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন তিনি। তাছাড়া এদিন আযোজিত এই কর্মশালা পুলিশ অফিসারদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দীপ মেহতা।

ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লির হ্যান্ডলুম হাটে শুরু হওয়া ১৫ দিন ব্যাপী আম মেলায় ব্যাপক সাড়া ফেলল মালদা জেলার সুবিখ্যাত বিভিন্ন প্রজাতির আম

মালদা ঃ ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লির হ্যান্ডলুম হাটে শুরু হওয়া ১৫ দিন ব্যাপী আম মেলায় ব্যাপক সাড়া ফেলল মালদা জেলার সুবিখ্যাত বিভিন্ন প্রজাতির আম।গত বছরের মতো এই বছরও ভারতবর্ষের রাজধানীতে ব্যাপক সাড়া ফেলল মালদার আম। খুশি মালদা জেলার আম চাষি এবং ব্যবসায়ীরা।

উল্লেখ্য গত পাঁচ তারিখ ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লির হ্যান্ডলুম হাটে শুরু হয়েছে ১৫ দিনব্যাপী আম উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মালদা জেলার বিভিন্ন প্রজাতির আম এই প্রদর্শনীতে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য তাদের উৎপাদিত আম এই প্রদর্শনীতে নিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা থেকে হিমসাগর,রাখাল ভোগ সহ ১০ ধরনের প্রায় ১৭ মেট্রিক টন আম দিল্লির এই মেলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে মেলার তৃতীয় দিন বুধবার দিল্লির হ্যান্ডলুম হাটে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, ইতিমধ্যে মালদা জেলার আম ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শুধু মালদা নয় পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ, নদীয়া সহ গোটা রাজ্যের আমও বেশ সারা ফেলেছে এই মেলায়। আম মেলায় প্রায় ৮ টন আম তার মধ্যে শুধু মালদা জেলার প্রায় চার টন আম বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধার পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার

মালদা ঃ ঘরের ভেতর থেকে এক বৃদ্ধার পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মঙ্গলবার সকালে মালদা জেলা ইংরেজবাজার পৌরসভা ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যাংক কলোনী এলাকায়। ঘটনাস্থলে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য আনা হলো মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত বৃদ্ধার নাম রিতা বনিক বয়স (৭৫)বছর। ওই বৃদ্ধা একাই থাকতেন বাড়িতে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। স্থানীয় সূত্রে আলো জানা যায় বাড়ির পাশে থাকতেন ওই মৃত বৃদ্ধার দাদা সহ তার পরিবারের সদস্যরা। মৃত বৃদ্ধার দাদা অরুণ কান্তি বনিক জানান আজ সকালে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়। বাড়ির জানালা খুলতে দেখা যায় ঘরের ভেতরে মৃত অবস্থায় করে রয়েছে ওই বৃদ্ধা। খবর দেওয়া হয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে। পুলিশ গেম উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে।

বাংলাদেশ থেকে ১৭ টি সোনার বিস্কুট জুতার সলে ঢুকিয়ে কোলকাতায় পাচারের সময় রাজস্ব শুল্ক দপ্তরের হাতে গ্রেফতার ২

শিলিগুড়ি – বাংলাদেশ থেকে ১৭ টি সোনার বিস্কুট জুতার সলে ঢুকিয়ে কোলকাতায় পাচারের সময় রাজস্ব শুল্ক দপ্তরের হাতে গ্রেফতার ২। উদ্ধার ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার সোনা।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকেরা জাতীয় সড়কের অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করলো ১৭ টি সোনার বিস্কুট। কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থেকে ডালখোলা হয়ে কলকাতা পাচারের আগে দুইজন অভিযুক্তকে তল্লাশি চালালে জুতোর মধ্য থেকে উদ্ধার হয় ১৭ টি সোনার বিস্কুট। এরপর ঘটনায় গেরপ্তার করা হয় সোনাউল্লা সিকদার ও দিবাকর দাসকে।একজন আসাম আরেকজন বিহারের বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া সোনার মূল্য ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। বুধবার ধৃত দুইজনকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেলা হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

মালদায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বাইরে রয়েছে ঘুঘুর বাসা

মালদা ঃ মালদায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বাইরে রয়েছে ঘুঘুর বাসা। আর তাতেই প্রতারিত হচ্ছে অনেক সাধারণ মানুষ । এইসব অসাধু চক্রগুলির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে প্রশাসনকে। বুধবার স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে এমনটাই মতামত জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। পাশাপাশি জমি বিষয়ক দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রেও আরও কি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে মালদা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স রুমে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, স্ট্যান্ডিং কমিটির ভূমি বিষয়ক কর্মকর্তা তথা পুরুলিয়ার বিধায়ক বিবেকানন্দ বাউরী। ছিলেন রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জি সহ অন্যান্য দলের বিধায়কেরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকেরাও। মূলত এদিন স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর ওপরই মূলত আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্লকের ভূমি রাজস্ব দপ্তরে গ্রামীণ এলাকার মানুষ জমি সংক্রান্ত বিষয়ে গিয়ে যাতে অসাধু চক্করের খপ্পরে না পড়ে, হয়রানি যাতে না হতে হয়, সে বিষয় নিয়েও এদিনের এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়।তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, বিভিন্ন ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের বাইরে কিছু অসাধু চক্র রয়েছে। এদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকার মানুষদের যাতে প্রতারিত না হতে হয় সে বিষয়েও এদিন স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। জেলার বেশ কয়েকটি ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানান অভিযোগ উঠে আসছিল। যদিও তাদের বদলি হয়ে গিয়েছে। নতুন অফিসারেরা এসেছেন । আশা করছি এই সমস্যা এখন নেই। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকার জমি , পুকুর বাগান থেকে যাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বেশি করে জোর দিতে পারে সে ব্যাপার নিয়েও মতামত বিনিময় করা হয়েছে। বর্তমানে যে পরিমাণ রাজস্ব সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকার পাচ্ছে, তার থেকেও যাতে বেশি রাজস্ব আদায় হওয়া সম্ভব কিনা তা এদিনের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে।

বাড়ির গাছের আম ভাগে কম পাওয়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে বৃদ্ধা মায়ের কান কাটার অভিযোগ উঠলো ছেলের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ বাড়ির গাছের আম ভাগে কম পাওয়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে বৃদ্ধা মায়ের কান কাটার অভিযোগ উঠলো ছেলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আক্রান্ত বৃদ্ধার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে ছেলে ঝন্টু মাহাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোরগ্রাম এলাকায় । আক্রান্ত বৃদ্ধা চিকিৎসাধীন পুরাতন মালদার মোলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত বৃদ্ধার নাম কুন্তী মাহাতো (৬৫)। ওই বৃদ্ধার চার মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে। মেয়ে ও ছেলেদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওই বৃদ্ধার স্বামী অর্জুন মাহাত। তিনি বার্ধক্য জনিত কারণে কোন রকম কাজ করতে পারেন না। ওই বৃদ্ধার নামে কিছু সম্পত্তি এবং আম বাগান রয়েছে। তাতেই কিছু উপার্জন করে সংসার চালান তাঁরা। তাছাড়াও আম বাগানের সঠিকভাবে এই বয়সে আর দেখাশোনা করতে পারেন না। তাই টাকার বিনিময়ে অন্য এক ব্যক্তিকে কিছু আম গাছ দেখাশোনা করতে দিয়েছেন এবং একটি আম গাছ রয়েছে তা পরিবারে খাওয়ার জন্য রেখে দিয়েছেন।

আক্রান্ত বৃদ্ধার স্বামী অর্জুন মাহাতো জানিয়েছেন, পরিবারের সকল সদস্যদের খাওয়ার জন্য একটি আমগাছ বাড়ির পাশেই নিজেরাই দেখভাল করে আসছি। এদিন গাছের আম পাড়া নিয়ে মেজো ছেলে ঝন্টু মাহাতোর সাথে বচসা শুরু হয় তাদের। তাকে ভাগে নাকি দুই কিলো আম কম দেওয়া হয়েছে বলে ঝগড়া শুরু করে ছেলে ঝন্টু মাহাত। এরপরই উত্তেজিত হয়ে বাড়িতে রাখা হাঁসুয়া দিয়ে অতর্কিতে বৃদ্ধা মায়ের উপর হামলা চালায়। তার বাম কানে সজোরে আঘাত করলেই রক্তাক্ত অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কুন্তী মাহাত। এই ঘটনার পরই ওই বৃদ্ধার দম্পতির আর্ত চিৎকারে লোকজন ছুটে আসে। তখনই অভিযুক্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এরপরই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় । পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ঝঃটু মাহাতোকে গ্রেফতার করে।

মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত এক চিকিৎসক জানিয়েছেন , ওই বৃদ্ধার বাম কানের অনেকটা অংশই কাঁটা পড়ে গিয়েছে অস্ত্র প্রচারের মাধ্যমে কানের চামড়া জোড়া লাগানো হয়েছে।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বামনগোলা থানার, ভোমরইল গ্রামের বাসিন্দা, নিত্যম রায়

মালদা ঃ বামনগোলা থানার, ভোমরইল গ্রামের বাসিন্দা, নিত্যম রায়। করমন্ডল এক্সপ্রেস এ ওঠে। তার স্ত্রীর সাথে ট্রেনে ওঠার সময় কথা হয়। ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর তার স্ত্রী ফোন করে।

কিন্তু ফোন তুলেছে অপরিচিত এক ব্যক্তি। সকাল থেকেই ফোনের সুইচ অফ ছিলো।সেই খবর পেয়ে বালাসোরে ঘটনা স্থালে উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সেখানে গিয়ে। মৃতদেহ না পেয়ে বালাসোর থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন নিত্যম রায়ের পরিজনরা। শোকস্তব্ধ হয়ে পরে পরিবারের লোকেরা। পরিবারকে শান্তনা দেবার ভাষা নেই গ্রামবাসীদের।এই পরিস্থিতিতে তাদের বাড়িতে যান,গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মালদা জেলা নেত্রী ছবি দেব।

গভীর ঘুমের মাঝে কেঁপে উঠলো ঘর,চোখ খুলতে হাতি দেখে চক্ষু চড়ক গাছ

জলপাইগুড়ি ঃগভীর ঘুমের মাঝে কেঁপে উঠলো ঘর।জানালার গ্রিল ভেঙ্গে পড়লো শরীরের উপর।চোখ খুলতেই হাতি দেখে চক্ষু চড়ক গাছ।প্রান বাঁচাতে চিৎকার করতে করতে কোনো রকমে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে প্রানে বাঁচলো যুবক।ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গিলান্ডি সেতু সংলগ্ন এলাকায়।মঙ্গলবার গভীর রাতে সোনাখালি জঙ্গল এলাকা থেকে একটি বুনো হাতি ঢুকে পড়ে ঐ এলাকায়।সেই সময় এলাকার নয়নতারা সরকারের নাতি সম্রাট সরকার ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। আচমকাই ঘর কাঁপতে শুরু করে।হাতির শুড়ের আঘাতে হুড়মুড়িয়ে শরীরের উপর পড়ে যায় জানালার গ্রিল।ঘুম ভাঙতেই হাতি দেখে চিৎকার জুড়ে দেয় সম্রাট।কোনো রকমে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়। ঘর ভেঙে তছনছ করে ঘরে থাকা দুই বস্তা চাল খেয়ে চলে যায়।তাতেও ক্ষুধা মেটেনি গজরাজের। পাশেই থাকা এক বৃদ্ধা শুক্লাবালা রায়ের বাড়িতেও একই ভাবে তান্ডব চালায় হাতিটি।

কোচবিহারের রাজ পরিবারের সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে মিছিল তৃণমূলের

আলিপুরদুয়ারঃ কোচবিহারের রাজ পরিবারের সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করার প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ারে প্রতিবাদ মিছিল করলো তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক জানান কোচবিহারের রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী কুরুচিকর মন্তব্য করেছে তার প্রতিবাদে এদিন আমরা আলিপুরদুয়ার শহরে প্রতিবাদ মিছিল করলাম এবং মিছিল শেষে সুশীল মোদীর কুশপুতুল দাহ করা হয়।

গরমে পথচারীদের তেষ্টা মেটাতে উদ্যগী হল কলেজ পড়ুয়ারা

মালদা ঃ তিব্র গরমে প্রান ওষ্ঠাগত মানুষের।হু হু করে বারছে তাপমাত্রার পারদ। ৩৮ডিগ্রি থেকে ৪০ উর্দ্ধ তাপমাত্রা।তাপমাত্রার হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকেই আশ্রয় নিচ্ছে ঠান্ডা পানীয়র।আর সেই ঠান্ডা পানীয় পথচলতি মানুষকে দিতে উদ্যগী হল সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়ের NSS 2 শাখার কলেজ পড়ুয়ারা। বুধবার সফদর হাসমিচকে এই উদ্যগ গ্রহন করা হয়। গরমের কয়েকদিন এই ভাবেই পথচলতিদের তেষ্টা মেটাবে বলেও জানান তারা।

জাল নোট সহ ভিন জেলার এক যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ

মালদা ঃজাল নোট সহ ভিন জেলার এক যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে ৫০ সাজার টাকার ভারতীয় জালনোট উদ্ধার হয়েছ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। ধৃতকে হফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছ পুলিশ।

পুলিশ সুত্র জানা গিয়েছে ধৃতের নাম অমিত মন্ডল(২৮)। বাড়ি উত্তর ২৪পরগনা জেলার কাউগাছি থানার জগদলা এলাকায়। গোপন সুত্রে মালদার বৈষ্ণফনগর থানার পুলিশ পাঞ্চুটোলা মোড় এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে ধৃত যুবক সন্দেহ ভাজন ভাবে ঘেরাঘুড়ি করছিল। পুলিশ অমিত মন্ডলকে আটক করে তল্লাশী চালালে তার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকার ভারতীয় নোট উদ্ধার কর। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান নোট গুলি জাল নোট। উদ্ধার হওয়া নোটগুলি সব ৫০০টাকার। ধৃত যুবক ভিন রাজ্য থেকে এই নোটগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে এসেছিল না এখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে পাচার করতে যাচ্ছিল ধৃতকে হেফজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য বৈষ্ণবনগর থানার ঢিল ছোড়া দরত্বে রয়েছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত।এক সময়ে জালনোট পাচারের অন্যতম কড়িডর ছিল মালদা জেলা।ধীরে ধীরে জালনোট পাচার অনেকটাই কমেছে।ফের মালদা জেলায় জালনোট উদ্ধার হওয়ায় মাথা ব্যাথার কারন হয় দাঁড়িয়েছে। জেলা পুলশ সপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন,জালনোট সহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না তার তদন্ত শুরু হয়েছ। জেলা বিজেপির দক্ষিন মালদার সাধারন সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন,বি এস এফ সক্রিয় রয়েছে যার ফলে এইসব পাচার অনেক কমে গিয়েছে।রাজ্য প্রশাসন আর অতি স্বক্রিয় পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে এই জালনোট,বিভিন্ন রকম পাচারে সহযোগীতা ও মদত দিচ্ছে।যার ফলে এই সমস্ত পাচারকারীরা স্বক্রিয় হচ্ছে। জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন,পুলিশ জালনোট উদ্ধার করেছে একজনকে গ্রেফতার করেছ। বিজেপির মুখে ওইসব কথা মানায় না। তাদের বি ঊস উফ সীমান্তে রয়েছে তারা কি করছে। এই ভল কথা বলার কিছু মানে হয় না।

অচৈতন্য অবস্থায় এক অজ্ঞাত পরিচয় কিশোরীকে উদ্ধার করে বাগডোগরা হাসপাতালে নিয়ে আসলো বাগডোগরা থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃঅচৈতন্য অবস্থায় এক অজ্ঞাত পরিচয় কিশোরীকে উদ্ধার করে বাগডোগরা হাসপাতালে নিয়ে আসলো বাগডোগরা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে বুধবার সন্ধ্যে নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দর সংলগ্ন কাঁদো পানি এলাকা থেকে ওই কিশোরীকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় লোকজনেরা। এরপর খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ এবং কিশোরীকে উদ্ধার করে বাগডোগরা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।। ওই কিশোরীর ফোন থেকে তার বাড়িতে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যারা গিয়েছে ওই কিশোরীর বাড়ি? উত্তর দিনাজপুরের কাঁচা কালই এলাকায় তবে সে এখানে কিভাবে এলো তার তদন্ত নেমেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

খেলতে গিয়ে বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল ২০ জন শিশু

শিলিগুড়ি ঃ খেলতে গিয়ে বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল ২০ জন শিশু। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য নকশালবাড়িতে। বুধবার বিকেলে নকশালবাড়ির বড় মনিরাম জোতে মাঠে খেলেতে যায় এলাকার শিশুরা। খেলতে খেলতে গাছের ফল মনে করে অজান্তেই বিষাক্ত খেয়ে ফেলে বেশকয়েকজন। পরে বাড়ি ফেরার পর সন্ধ্যা থেকে বমি ও অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুরা। পরে অসুস্থ অবস্থায় নকশাবাড়ি হাসপাতালে ২০জনকে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গৌতম ঘোষ। তবে প্রাথমিক চিকিৎসা পর সকলেই সুস্থ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা হলে চিকিৎসা চলছে বলে প্রধান জানান।

একই হাল দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর ধরে,নদীর উপর দিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের

জলপাইগুড়ি ঃ প্রত্যেক বছর পঞ্চায়েত ভোটের আগে একাধিক আশ্বাস মিললেও আজও দাবি পূরণ হয়নি এলাকাবাসীদের।বাধ্য হয়ে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন তারা। এমনকি গ্রামের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে ভোট বয়কটের ব্যানার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের তরফে। পাশাপাশি এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রথমে বিক্ষোভ ও পরে ব্যানার ঝুলিয়ে দিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দেয় এলাকাবাসীর।এমনটাই ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের গাদং ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজীপাড়া (মুন্ডা পাড়া) এলাকায়। প্রায় দুই হাজারের অধিক মানুষ দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে শিঙিমারী নদীর উপর দিয়ে কোন সেতু ছাড়াই যাতায়াত করছেন। কিছুটা সময় বাঁশের সাঁকো ব্যবহার করলেও বর্তমানে সাঁকো জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে। শিঙিমারী নদীর ওপর স্থায়ী ব্রিজের দাবিতেই এবার এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন।তবে শাসক দলের পঞ্চায়েত প্রধান অবশ্য বাসিন্দাদের অসুবিধার কথা স্বীকার করে। কিন্তু সমাধান করতে হিমশিম প্রশাসন। তবে নাকি দ্রুত সিঙ্গিমারী নদীর উপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দিয়ে আপাতত যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে এমনটাই আশ্বাস দেন।এদিকে বাশের সাঁকোয় খুশি নন এলাকাবাসী। তাই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তেই তারা অনর।

ধূপগুড়ির দেওমালি এলাকায় সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ একটি কনট্রেনার ও ট্রেলারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মাঝ রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে

জলপাইগুড়ি ঃধূপগুড়ির দেওমালি এলাকায় সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ একটি কনট্রেনার ও ট্রেলারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মাঝ রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে। যার ফলে গাড়ি দুটি এশিয়ান হাইওয়েকে অবরুদ্ধ করে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। দুই গাড়ির চলোককেই স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ উদ্ধার করে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাদের ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।আঘাত গুরুত্বর না হওয়ায় ২ গাড়ির চালককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এই দুর্ঘটনার পর ঘন্টাখানেক পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮। দীর্ঘ গাড়ির লাইন পড়ে যায় রাস্তায় পরে অবশ্য পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের তৎপরতায় দুর্ঘটনা গ্রস্ত গাড়ি দুটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে। খুলে দেওয়া হয় এশিয়ান হাইওয়ে।

গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃত্যু! স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের, গ্রেফতার স্বামী, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্ত

জলপাইগুড়ি ঃ বিয়ের এক বছরের মাথায় শশুর বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো এক গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়ি সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। ওই গৃহবধূর নাম পারুল রায়, বয়স আনুমানিক ১৮ বছর। মঙ্গলবার দুপুরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার জেরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। এদিকে ঘটনার পর মঙ্গলবার রাতে গৃহবধুর বাপের বাড়ি থেকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ঘটনায় পুলিশ মৃত পারুল রায়ের স্বামী রতন রায়কে গ্রেফতার করেছে। বুধবার ধৃত স্বামীকে আদালতে পাঠানো হয়। জানা যায়, গত এক বছর আগে হেলাপাকড়ি সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়া এলাকার রতন রায়ের সাথে পালিয়ে বিয়ে করে ভোটপট্টির মেয়ে পারুল রায়। স্বামী পেশায় দিনমজুর। কিন্তু গত চারপাঁচ মাস যাবত বাড়িতে আছেন শাশুড়ী, বৌমা ও ছেলে। অভিযোগ শাশুড়ি, ননদ, স্বামী মিলে পারুলের উপর শারীরিক ও মানসিক ভাবে অত্যাচার চালাতো। মঙ্গলবার গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে গ্রামবাসীরা পারুলের উপর হওয়া নির্যাতিতের কথা তাদের জানান। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠিয়েছে। সন্ধায় মৃতার বাবা উপেন রায় ময়নাগুড়ি থানার দ্বারস্থ হন এবং মেয়ের স্বামী, শাশুড়ী ও ননদের নামে হত্যার এযাহার জমা করেন। এই বিষয়ে মৃত গৃহবধুর দাদা জগন্নাথ রায় বলেন, ওর শশুর বাড়ির লোক ওর উপর অত্যাচার করতো। এর আগেও বাড়িতে বলেছিল। ওদের প্রতিবেশীরাও অত্যাচারের বিষয়টি জানিয়েছে। আমরা থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ জমা করেছি। মৃতের বাবা উপেন রায় বলেন, আমার মেয়ের উপর জামাই, ওর মা, বোন মিলে অত্যাচার চালাতো। আমার মেয়ে সহ্য করতে না পেরে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা চাই দোষীর কঠোর শাস্তি হোক।

শিলিগুড়ির বড় ফাঁপড়ি এলাকায় মেলা কমিটির দুই ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে দুই যুবতীকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল দু জনকে। ধৃত দুই জনকে পাঠানো হল জলপাইগুড়ি আদালতে। ঘটনার তদন্তে ভক্তিনগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি — পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ রা জুন লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ির বড়ফাঁপড়ি এলাকায় মেলা বসেছিল। সেই মেলায় গিয়েছিল শিলিগুড়ির দুই যুবতী । অভিযোগ মেলায় ঢোকার আগে মাঠে তাদের গাড়ি পার্কিং করা নিয়ে মেলা কমিটির দুই ভলেন্টিয়ারের সাথে ওই দুই যুবতীর বচসা বাঁধে । অভিযোগ এরপর ওই দুই ভলেন্টিয়ার মদ্যপ অবস্থায় ওই দুই যুবতীকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করে। ৪ ই জুন বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানায় ওই যুবতী লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের পর থেকেই ওই দুই অভিযুক্ত গা ঢাকা দেয়। এরপর গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বুধবার ভোররাতে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি এলাকা থেকে ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতদের নাম বিষ্ণু রায় ও সুবল বল্লভ। তাদের বাড়ি শিলিগুড়ির খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি এলাকায় ।বুধবার দুপুরে ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

৩৩ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতিতে ১১ ব্যাংক

ঢাকা ঃ বড় ধরনের মূলধন ঘাটতিতে ১১ টি ব্যাংক। বহু বছরের অনিয়মের কারণে ব্যাংকগুলোর আর্থিক পরিস্থিতির দুর্বলতার চিত্র সামনে উঠে এসেছে। এ পরিস্থিতির জন্য মূলত দুর্নীতি এবং সুশাসনের অভাবকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

দেশের ১১টি ব্যাংক গত মার্চে ৩৩ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকার যৌথ মূলধন ঘাটতির মুখে পড়েছে। যা তার আগের তিন মাসের তুলনায় নয় দশমিক তিন শতাংশ বেশি। ক্রমাগত অনিয়ম এবং সুশাসনের অভাবে ব্যাংকগুলোতে এই প্রভাব পড়েছে বলে জানাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য। মূলধন ঘাটতির সম্মুখীন হওয়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী, জনতা, সোনালী, বেসিক ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক এবং পদ্মা ব্যাংকে গত ডিসেম্বরে তহবিল ঘাটতি ছিল ৩০ হাজার ৬৯৭ কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞরা বড় ধরনের মূলধন ঘাটতির জন্য ব্যাংকগুলোর দুর্নীতি এবং করপোরেট সুশাসনের অভাবকে দায়ী করেছেন।

মার্চ মাস পর্যন্ত ১১টি ব্যাংকের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ছিল সবচেয়ে বেশি, ১৪ হাজার ০৯৩ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংকের ঘাটতি দাঁড়ায় তিন হাজার ৩৬০ কোটি টাকা। এ ছাড়া রূপালী ব্যাংকে ছিল দুই হাজার ৫৭৪ কোটি এবং জনতা ব্যাংকে দুই হাজার ৩৮৮ কোটি টাকা। বাংলাদেশের পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, উদ্বেগজনক পরিস্থিতি হচ্ছে, যেসব ব্যাংকের মূলধনের ঘাটতি বেশি তাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে।

বিশাল অনুপাতের খেলাপি ঋণ ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাসে খেলাপি ঋণ ১০ হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে এক লাখ ৩১ হাজার ৬২১ কোটি টাকা হয়েছে। তিন মাস আগের তুলনায় ব্যাংকিং খাতে ননপারফর্মিং লোন (এনপিএল) বেড়েছে নয় শতাংশ এবং এক বছর আগের তুলনায় ১৬ শতাংশ।

মার্চ মাস পর্যন্ত ননপারফর্মিং লোনের অনুপাত দাঁড়িয়েছে বকেয়া ঋণের আট দশমিক আট শতাংশ। যা ডিসেম্বরে ছিল আট দশমিক ১৬ শতাংশ এবং আগের বছর একই সময়ে ছিল আট দশমিক ৫৩ শতাংশ। ব্যাংকগুলোকে খেলাপি ঋণের বিপরীতে মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ রাখতে হয়, যা শেষ পর্যন্ত তাদের মূলধনে প্রভাব ফেলে।আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাবেক কর্মকর্তা মনসুর আরও বলেন, সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মূলধন ঘাটতি কমাতে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া উচিত। মালিক হিসেবে সরকারের উচিত রাষ্ট্র পরিচালিত ব্যাংকগুলোতে মূলধন বিনিয়োগ করা। তিনি বলেন, তবে এই ধরনের বিনিয়োগ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তার কারণ তহবিল সাধারণ মানুষের পকেট থেকে আসবে। তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত মূলধন ঘাটতির সম্মুখীন বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সঙ্গে বসে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য একটি কৌশল প্রণয়ন করা।

হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি জেলা ও মন্ডল সভাপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষদিনে নানুর বিডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রান্ত হলেন বোলপুর সাংগঠনিক বিজেপি জেলা সভাপতি সন্ন্যাসীচরণ মন্ডল সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি কার্যকর্তা । তারা সকলেই বোলপুর সিয়ান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । ময়ূরেশ্বরে চারজন সিপিএম কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । বৃহস্পতিবার প্রথমার্ধে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসা বিজেপিকর্মীদের মিষ্টি ঠান্ডা জল খাইয়ে স্বাগত জানায় সিউড়ি দুইনং পঞ্চায়েতসমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মির্জা জাকির হোসেন । দুপুরে পর পাল্টে যায় চিত্র । বিজেপিকর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । সাইথিয়া চারনং বিজেপি মন্ডল সভাপতি উৎপলহরি মন্ডল গুরুতর জখম অবস্থায় সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । হাসপাতালের বেডে শুয়ে উৎপল বলেন, মনোনয়নপত্র জমা করতে গেছিলাম তৃনমূলের উন্নয়ন বাহিনী রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল । রাস্তায় ফেলে মেরেছে আমি অজ্ঞান হয়ে যায় । পুলিশ এসে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে । গনতন্ত্র বলে কিছু নেই ।

তুষের নীচে উদ্ধার কয়লা গ্রেপ্তার এক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ - গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার ভোরে চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁধেরশোল টোল গেটের কাছে বোলোরো পিক আপ ভ্যান আটক করে সদাইপুর থানার পুলিশ । উপরে ছিল তুষের বস্তা নীচে কয়লা । চার টন কয়লা উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ধৃতের নাম শেখ মুজিবুর বাড়ী দুবরাজপুর থানার কয়থানপুর গ্রামে ।

সিউড়িতে বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ দীর্ঘ তিরিশবছরের বেশি সময় ধরে মিলছে না ইলেকট্রিক কানেকশন । বারবার রাজনৈতিক দল এবং প্রশাসনের দরজায় ঘুরেও মেলে নি সুরাহা । চড়া রোদ আর ভ্যাপসা গরমে দিশেহারা পরিবারের সদস্যরা । ঘটনাস্থল সিউড়ি পৌরসভার পনেরোনং ওয়ার্ডের পুরাতনলাইন ডাঙ্গালপাড়া । বিদ্যুতের দাবিতে চড়া রোদ উপেক্ষা করে বাঁশ দিয়ে শুক্রবার ষোলো জুন সিউড়ি মৌমাছি মন্দিরের কাছের রাস্তা অবরোধ করে । তানিয়া খাতুন বলেন, বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ । ইলেকট্রিক পোল এসে ঘুরে চলে গিয়েছে । সাইনুর খাতুন,আনোয়ারা বিবি,শেখ গিয়াসউদ্দিন,শেখ রেজাউল বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের প্রাননাশের হুমকি দিচ্ছে । তিরিশ মিনিট অবরোধ চলার পর সিউড়ি থানার পুলিশ এসে আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত সাত জুন ত্রিপল টাঙিয়ে রাস্তায় বসেছিল পরিবারের সদস্যরা ।

বধূ নির্যাতন ও আত্মহত্যা প্ররোচনা মামলায় সাজা ঘোষণা আদালতের

সিউড়ি (অভীক মিত্র) - বাইশে সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে আলুনদা গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে হাসানারা খাতুন নামে এক গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে সিউড়ি থানার পুলিশ । হাসানারা খাতুনের স্বামী শেখ সালিমের নামে সিউড়ি থানায় বধূ নির্যাতন ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃতের ভাই কুখুডিহি গ্রামের শেখ আব্দুল্লা । পনেরো জুন বিকাল তিনটা নাগাদ সেই মামলার সাজা ঘোষণা করা হয় সিউড়ি আদালতে । সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বিকাশ পৈতনডী বলেন, বধূ নির্যাতনের মামলায় দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও তিনহাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও একমাসের কারাদণ্ড এবং আত্মহত্যা প্ররোচনা মামলায় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ছয়হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো দুইমাসের কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।

আমোদপুরে বোমাবাজি গ্রেপ্তার আট

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পনেরো জুন মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় বিজেপি তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের হাতে । মুড়ি মুড়কির মতো পড়তে থাকে বোমা । এইঘটনায় সাইথিয়া থানার পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে । ধৃতদের শুক্রবার সিউড়ি জেলা আদালতে তোলা হয় । আইনজীবী সুব্রত দে বলেন,

আমোদপুর বিডিও অফিস কমপ্লেক্সের মধ্যে বোমাবাজির ঘটনায় সুযোমোটা মামলা করেছে পুলিশ । বিডিওর পক্ষ থেকে কোনো মামলা রুজু করা হয় নি । ১৪৭,১৪৮, ১৪৯, ৩৫৩,৯বি টু,১৮৬,১৯৮ ধারায় স্বতঃস্ফূর্ত মামলা করেছে পুলিশ । এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ মিথ্যাভাবে আটজনকে ধরে এনেছে ।

ফিফার বর্ণবাদবিরোধী টাস্কফোর্সে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র

ব্রাজিল ঃ ফুটবলে বর্ণবাদ রুখতে ফিফা একটি টাস্কফোর্স গঠন করবে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে। এতে ব্রাজিল ও রেয়াল মাদ্রিদের উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র 'গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব' পালন করবেন বলেও জানিয়েছে ফিফা।

গতমাসে লা লিগার এক ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে খেলার সময় দর্শকদের বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সেই সময় তারকা ফুটবলারসহ অনেকে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। গত দুই বছরে বেশ কয়েকবার বর্ণবাদী আচরণের শিকার হন ভিনিসিয়ুস।

ফিফা সভাপতি জানি ইনফান্টিনো বলেন, ''বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিষয়ে শুধু কথা না বলে চূড়ান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া গুরুত্বপূর্ণ জিরো টলারেন্স।''

ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের বিরুদ্ধে সবশেষ বর্ণবাদী আচরণের ঘটনায় সাতজনকে আটক করা হয়। এছাড়া ভ্যালেন্সিয়ার স্টেডিয়ামের একটি অংশও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

এই ঘটনার পর স্পেনের ফুটবল ফেডারেশন একটি বর্ণবাদবিরোধী

কর্মসূচি শুরু করেছে। এছাড়া যে সমর্থকেরা এমন আচরণ করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে তাদের স্টেডিয়ামে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানা করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ভ্যালেন্সিয়ায় বর্ণবাদী আচরণের শিকার হওয়ার পর প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বলেন, ''আমি যেন এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি সেজন্য সবাই আমাকে শক্তি জুগিয়েছেন।''

তিনি বলেন, ''ইনফান্টিনো আজ সমর্থন জানাতে এসেছিলেন। ফিফা যে কমিটি করছে, সেখানে আর কোন খেলোয়াড়দের রাখা উচিত সেই পরামর্শ চেয়েছেন। আমার মনে হয়, এটা গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারি পদক্ষেপ।''

এর আগে ২০১৩ সালে এসি মিলানের মিডফিল্ডার কেভিন-প্রিন্স বোয়াটেং বর্ণবাদী আচরণের শিকার হওয়ার পরও টাস্কফোর্স গঠন করেছিল ফিফা। ২০১৬ সালে ইনফান্টিনো ক্ষমতা গ্রহণের কয়েকমাস পর সেটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এর কারণ হিসেবে সেই সময় বলা হয়েছিল, 'টাস্কফোর্স তার সাময়িক মিশন পুরোপুরি শেষ করেছে'।

অস্ট্রিয়ায় পুরানো ট্রেন চালু রাখতে অভিনব উদ্যোগ

অস্ট্রিয়া ঃ ভারতের দার্জিলিং বা সিমলার টয় ট্রেন পর্যটকদের কাছে বড় আকর্ষণ। অস্ট্রিয়ার ছোট এক শহরে কিছু মানুষের উদ্যোগে বহু পুরানো স্টিম ইঞ্জিন ও ট্রেন চালানো হচ্ছে। তবে তার জন্য কম পরিশ্রম করতে হয় না।

অস্ট্রিয়ার ভ্যোর্ট হ্রদের কাছে সাংক ভাইট শহরের এক সংঘ ১৯৯০ সাল থেকে ক্যারিন্থিয়া প্রদেশের পুরানো স্মৃতিবিজড়িত রেল সংরক্ষণের ব্রত নিয়েছে। সংঘের সংগ্রহের এক স্টিম ইঞ্জিন এবার অন্য একটি জায়গায় চালানো হবে। হ্যারবার্ট চুদনিশ ও তাঁর দুই পুত্র মিশায়েল ও টোমাসকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। হ্যারবার্ট বলেন, ''আমাদের গ্রীষ্মের ছুটির শুরুতে যানগুলি পুরোপুরি চালু আছে কিনা, সে দিকে নজর দিতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজ আগেই শেষ করতে হবে। শুধু প্রযুক্তিগত দিক থেকেই সব কিছু প্রস্তুত করলে চলবে না, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও নজর দিতে হবে। কামরার মধ্যে সিট ছেঁড়া হলে চলবে না, কোনায় সব ঝুল দূর করতে হবে। যাত্রীরা যেন আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করে খুশি হন।''

ট্রেনটিকে প্রস্তুত করে গন্তব্যে নিয়ে যাবার আগে শেষবার সবকিছু পরীক্ষা করা হচ্ছে। নিরাপদ ও সুখকর যাত্রার জন্য মিশায়েলকে তেলের আধার ভরে ফেলতে হবে। ড্রাইভ লিংকেজের বিঘ্নহীন কাজের জন্য তেল অত্যন্ত জরুরি। তারপর কাঠ আর কয়লা দিয়ে স্টিম ইঞ্জিন চালানো হয়। এক ঘণ্টার যাত্রার পর গন্তব্য ভাইৎসেলসডর্ফের ইঞ্জিনের শেড। সেখানে ইঞ্জিনের মেরামতি হয়। রেল ইঞ্জিন চালক হিসেবে হ্যারবার্ট চুদনিশ বলেন, ''এই জায়গাটির দায়িত্ব পেতে আমরা সফল হয়েছি। দুটি রুটের মাঝে কেন্দ্রীয় জায়গায় আমরা আছি। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভবন, কারণ শীতকালে যন্ত্রগুলিকে আবহাওয়া ও বরফের থাবা থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় দিতে হয়।'' সেখানেই স্টিম ইঞ্জিন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা জমা রাখা হয়। প্রত্যেক মরসুমে প্রায় ২৫ টন কয়লা লাগে। তবে অতীতের তুলনায় সেই কয়লায় গন্ধকের অনুপাত কম থাকায় বাতাসে বস্তুকণার মাত্রাও কমে গেছে। সদ্য সংস্কার করা স্টিম ইঞ্জিনের প্রথম যাত্রা শুরু হচ্ছে। তবে স্বেচ্ছাসেবক ছাড়া সেটা সম্ভব হতো না। ডাভিড মিকেল ও নিকো বেগুশ নামের দুই বন্ধু এরই মধ্যে সবকিছু ভালোই রপ্ত করে ফেলেছে। তার পরের দিনই ইঞ্জিন চালু করা হলো। সঙ্গে কামরাগুলিও লাগানো হলো। তারপর মরসুমের প্রথম যাত্রীরা আসতে শুরু করলেন। নিকোও কয়লা ঢালার ব্যক্তির সহকারী হিসেবে পুরোপুরি কাজে লেগে পড়লো। অস্ট্রিয়ার শেষ স্টিম ইঞ্জিনগুলির একটি দিয়ে ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ পথে যাত্রা শুধু যাত্রীদের জন্যই অনন্য অভিজ্ঞতা নয়।

মার্কিন চাপের মুখে বাংলাদেশের পাশে চীন-রাশিয়া?

ঢাকা। 'সুষ্ঠু নির্বাচন' নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ কি বাংলাদেশকে চীন ও রাশিয়ামুখী করছে? বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থানকে চীনের সমর্থন এবং বাংলাদেশের ব্রিকস-এ যোগদানের ঘোষণার পর এই প্রশ্ন সামনে এসেছে।

তবে বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করছেন, বাংলাদেশ কোনো একটি দিকে না ঝুঁকে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে। বিশেষ করে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের যে লড়াই চলছে তাতে কোনো দিকে এককভাবে অবস্থান নিতে চাইছে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে নিয়ে টানাটানি চলছে। আর বাইডেন প্রশাসন গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নীতি নিয়ে যে কাজ করছে তারই অংশ হিসেবে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য মার্কিন 'চাপের' মুখে আছে বাংলাদেশ। চীন এর বিপরীতে যে কথা বলছে, তা আসলে দুই দেশের অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে বলছে। এদিকে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ছয় সদস্যের বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ইইউতে চিঠি পাঠানোর পরই মার্কিন কংগ্রেসের ছয় সদস্য সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে চিঠি দিয়েছেন। তারা বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাইডেন প্রশাসনের ভূমিকা আশা করছেন। তারা বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ছয় কংগ্রেসম্যান তাদের চিঠিতে বলেছেন, মার্কিন কর্মকর্তাদের সুস্পষ্ট ও বারবার বিবৃতি ও পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকার তার মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা মেনে চলা নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে। আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, ইতিমধ্যে বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে গণগ্রেপ্তার এবং সহিংসতা হয়েছে, যা নির্বাচনের ফলাফলকে কলঙ্কিত করতে পারে এবং সামাজিক সংঘাতকে আরো গভীর করতে পারে।

এদিকে বাংলাদেশের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী র‍্যাব ও এর কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে চীন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় চীন সব সময় সমর্থন দেবে বলেও জানিয়েছে। বুধবার বেইজিংয়ে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন এ কথা জানান।

আর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন জেনেভায় বুধবার জানিয়েছেন বাংলাদেশ আগস্টে ব্রিকস-এর সদস্য হতে পারে। চীন, রশিয়া, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার একটি অর্থনৈতিক জোট এটি। আগস্টের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস-এর পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা। এর সদর দপ্তর চীনের সাংহাইয়ে। র‍্যাবের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতি প্রণয়ন করেছে। সেই নীতি অনুযায়ী যারা বাংলাদেশের সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করবে, তাদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা দেয়া হবে না।

চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যে বাংলাদেশকে চাপ দিচ্ছে তা তো স্পষ্ট। তবে এই চাপ যে শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে তা আমার মনে হয় না। এর পিছনে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের বিষয় আছে। যুক্তরাষ্ট্র এখান থেকে চীনকে বিদায় করতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশ তাতে সমর্থন দেবে কেন?

তার কথা, ''বিশ্বব্যাপী একটি সংকট চলছে। বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে। সেখানে বাংলাদেশকে পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে। তাকে ব্যালেন্স করতে হচ্ছে। আমরা মনে হয় এখন পর্যন্ত সেটা সঠিকভাবেই করা হচ্ছে।'' ''কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অনেক সমস্যা আছে। এই সমস্যা আমাদেরই মেটাতে হবে। আমাদের সমস্যা আর কেউ মিটাবে বা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে, সেটা হতে দেয়া উচিত নয়,'' বলে মনে করেন মুন্সি ফয়েজ আহমেদ। তার কথা, ''মার্কিন কংগ্রেসম্যানরা চিঠি দিচ্ছেন। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা চিঠি দিচ্ছেন। তারা সংখ্যায় কম। কিন্তু এটা বাইডেন প্রশাসন বা ইইউ কীভাবে নেয়, সেটা দেখার বিষয়। এগুলোসহ মার্কিন ভিসা নীতি, র‍্যাবের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা এসব বিষয়ে বাংলাদেশকে সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। আর কোনো দেশ যদি আমাদের সমর্থন করে, তাহলে তো আমরা তাদের বলতে পারি না যে, তোমরা আমাদের সমর্থন কোরো না'' তিনি মনে করেন, ''ব্রিকস-এ বাংলাদেশে যোগ দিলে তাতে যুক্তরাষ্ট্রের নারাজ হওয়ার কিছু নেই। চীন ও রাশিয়া যেমন এর সদস্য, তেমনি ভারতও সদস্য। আর এটা কোনো সামরিক জোট নয়, এটা অর্থনৈতিক জোট।''

তবে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির মনে করেন, ''ব্রিকস-এর আগামী শীর্ষ সম্মেলনে ডলারের 'কাউন্টার' হিসেবে একটি শক্তিশালী মুদ্রা দাঁড় করানোর এজেন্ডা আছে। সেটা কতটা সফল হবে জানি না, তবে এটা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কনসার্ন আছে। কারণ, তারা ডলারের অধিপত্য ধরে রাখতে চায়।''

তার কথা, ''এখন বাংলাদেশকে নিয়ে যা হচ্ছে তাতে বাংলাদেশ টানাটানির মধ্যে পড়ে গেছে। চীন যা বলছে সেটা তার দেশের অবস্থান থেকে বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরিতার অবস্থান থেকে বলছে। এইসব বিষয়ে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। আমরা যদি দুই পরাশক্তির ঘুর্ণির মধ্যে পড়ে যাই, তা সামলানোর মতো সক্ষমতা আমাদের আছে বলে মনে করি না।''

তিনি মনে করেন, ''বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তারা এখানকার গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ইস্যুকে সামনে এনেছে। তাদের আধিপত্যের বিষয় আছে। কিন্তু আমাদের যে সমস্যা আছে, তা যদি আমরা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে তো যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বলার থাকবে না। আমাদের সেটাই করা উচিত।''

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''বাইরে থেকে যা দেখছি, তাতে আমাদের কূটনীতিতে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান আছে। এই ভারসাম্য থেকে কোনোভাবেই সরা যাবে না। সেটা অর্থনীতিসহ নানা কারণে। বিশ্ব রজনীতির যে টানাপোড়েন চলছে, সেখানে আমাদের কোনো পক্ষে যাওয়ার সুযোগ এবং সক্ষমতা নেই।''

হাতের মুঠোয়, আপন পরিসরে বিনোদন

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে সিনেমা, নাটক ও সংগীতাঙ্গনে চোখে পড়ার মতো বিবর্তন ঘটেছে। বিনোদনমূলক কন্টেন্ট উপভোগের বিকল্প মাধ্যম জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শিল্পীদের কাজের পরিধি বেড়েছে। একইসঙ্গে বাজার বড় হচ্ছে। ফলে আশার ফুল ফুটেছে বিনোদনের বাগানে। বাংলাদেশে সিনেমা আগের মতো এফডিসিকেন্দ্রিক নেই। এফডিসির বাইরেই বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে ইদানীং। সিনেমাহল ছাড়াও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে। ওটিটিতে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ওয়েব সিরিজও। সেই সূত্র ধরে বলা যায়, নাটক এখন আর টেলিভিশন চ্যানেলনির্ভর নয়। ইউটিউবেই একক নাটক প্রকাশিত হচ্ছে বেশি। কারণ, দর্শকরা টিভি চ্যানেলে নাটক খুব একটা দেখছেন না। অন্যদিকে গান-বাজনা তৈরির জন্য শিল্পীরা এখন আর বাণিজ্যিক স্টুডিওতে যান না। তাদের ঘরে ঘরে এখন স্টুডিও সেটআপ। একইভাবে বলা যায়, কনসার্ট রূপ নিয়েছে কোক স্টুডিও বাংলার মতো প্ল্যাটফর্মে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, এগুলো প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও সহজলভ্যতার সুফল। এসব বিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। বাংলাদেশে এখন এমন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা ১১টি। এগুলো হলো চরকি, বঙ্গ বিডি, বিঞ্জ, বায়োস্কোপ, সিনেম্যাটিক, আই স্ক্রিন, দীপ্ত প্লে, বাংলাফ্লিক্স, টফি, টেলিফ্লিক্স এবং সিনেস্পট। এছাড়া বাংলাদেশে এখন দেখা যাচ্ছে নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও, হইচই, আড্ডা টাইমস, ডিজনি প্লাস হটস্টার প্রভৃতি বিদেশি ওটিটি। করোনাকাল থেকে অনলাইনে নাটক, সিরিজ ও সিনেমা দেখার প্রতি দর্শকের আগ্রহ তৈরি হয়। দিনে দিনে সেটি বেড়েছে। সারাবিশ্বেই এখন ওটিটির জনপ্রিয়তা আছে। বাংলাদেশে সেই হাওয়া লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। এর সুবিধা হলো ঘরে-বাইরে যেখানে ইচ্ছা ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ কিংবা স্মার্ট টিভিতে যেকোনো সময় বিজ্ঞাপন ছাড়াই কন্টেন্ট দেখা যায়।

সম্পাদকীয়

ইউক্রেনের পাইলটদের এফ১৬ যুদ্ধবিমান চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়া কেন এত বড় চ্যালেঞ্জ

ব্রাসেলসে এখন চলছে নেটো প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক, যেখানে ইউক্রেনীয় পাইলটদের এফ১৬ যুদ্ধবিমান চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু কোন দেশ কতটি এফ১৬ যুদ্ধবিমান ইউক্রেনকে দেবে, সেটি এখনো স্পষ্ট নয়। ইউক্রেনকে এফ১৬ যুদ্ধবিমান দিলেই যে দ্রুত সংকটের সমাধান হয়ে যাবে বা সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, তা নয়, বলছেন নরওয়ের বিমান বাহিনীর প্রধান। মেজর জেনারেল রলফ ফল্যান্ড বলেন, পশ্চিমা জোটের সরবরাহ করা অত্যাধুনিক এবং জটিল সমরাস্ত্রসজ্জিত জেট বিমান চালানোর সক্ষমতা অর্জন করতে ইউক্রেনের সময় লাগবে। মেজর জেনারেল ফল্যান্ডের সঙ্গে কথা হচ্ছিল একটি এয়ারফিল্ডে দাঁড়িয়ে, যেখানে নরওয়ে, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন মিলে একটি আকাশ প্রতিরক্ষা মহড়া দিচ্ছে। এই মহড়ায় অংশ নিচ্ছে দেড়শো জঙ্গি বিমান। ইউক্রেনের বিমান বাহিনীর মোট যত যুদ্ধ বিমান আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি যুদ্ধ বিমান এই মহড়ায় অংশ নিচ্ছে। জেনারেল ফল্যান্ড বলেন, ইউক্রেনকে দেয়া প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আকাশে আধিপত্য বজায় রাখা।

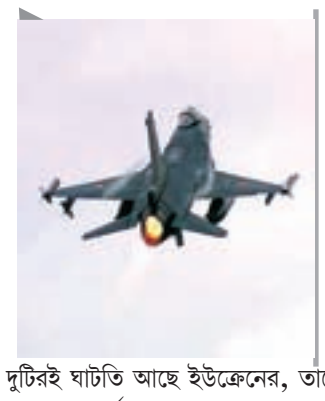

কারণ তার ভাষায়, এখন ইউক্রেনে যা চলছে তা আসলে 'পুরনো ধাঁচের' যুদ্ধ। আকাশে আধিপত্য বজায় রাখতে হলে যে ধরণের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান এবং সমরাস্ত্র দরকার, এবং যত পরিমাণে দরকার, তার দুটিরই ঘাটতি আছে ইউক্রেনের, তাদের নিজেদের পক্ষে এই সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এমনকি ইউক্রেনকে যদি অল্প কয়েকটি এফ১৬ যুদ্ধবিমানের একটি বহর দেয়া হয়, সেটি চালানোও তাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। পালস নামের একজন বেলজিয়ান পাইলটের এফ১৬ চালানোয় দক্ষ হতে লেগেছে তিন বছর। এই পাইলটের আসল নাম আমাদের প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই আমরা তার কলসাইন ব্যবহার করছি। পালস আমাদেরকে তার এফ১৬ যুদ্ধবিমান ঘুরিয়ে দেখালেন। এটির আদি ডিজাইন তৈরি করা হয়েছিল ১৯৭০ এর দশকে, তার জন্মেরও বহু বছর আগে। আপনি যেরকম স্বপ্ন দেখেন, এটি যেন সেভাবেই আকাশে ওড়ে। তবে আকাশে ওড়ানোর কাজটা সহজ। বাকী সব কাজ কিন্তু অনেক কঠিন, বলছিলেন তিনি। এরকম জটিল কাজের মধ্যে আছে এফ১৬ যুদ্ধবিমানের রেডার, সেন্সর এবং সমরাস্ত্র পরিচালনা। ইউক্রেনের যত বিমান আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পাইলট আছে তাদের। তারা আশা করছে, এরকম যুদ্ধবিমান চালাতে যে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের দরকার হয়, সংক্ষিপ্ত করে কয়েক মাসের মধ্যেই সেই প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব। পশ্চিমা জোটের কেন ইউক্রেনকে যুদ্ধবিমান দেয়া উচিৎ তার যুক্তি বুঝতে পারেন পালস। তিনি তার এফ১৬ যুদ্ধবিমানে রাখা অস্ত্রশস্ত্রের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালেন ঃ আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র, যা দিয়ে শত্রু বিমান ধ্বংস করা যাবে। মাটির ওপর থাকা টার্গেট ধ্বংস করার মতো বোমা। এসব অস্ত্রশস্ত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নেটো জোটের সংগ্রহে যত রকমের অস্ত্র আছে, তার সবকিছুই এই যুদ্ধবিমান থেকে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এরকম যুদ্ধবিমান পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করা হবে, সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। ইউরোপের অন্য কিছু দেশের মতো নরওয়েজিয়ান বিমান বাহিনীও এখন আরও অত্যাধুনিক এফ৩৫ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করছে। কাজেই ইউক্রেনকে দেয়ার মতো পুরোনো এফ১৬ যুদ্ধবিমান তাদের থাকবে বলে ধরে নেয়া যায়। ওরল্যান্ড বিমান ঘাঁটিতে তারা তাদের দুটি পুরনো এফ১৬ যুদ্ধবিমান দিয়েই এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ নিতেও প্রায় এক বছর সময় লাগে সিনিয়র এয়ারক্রাফট টেকনিশিয়ানদের বেলায় লাগে আরও দীর্ঘ সময়। আপনি তো একটা যুদ্ধবিমান একজনের হাতে তুলে দিয়ে বলতে পারেন না, এবার আপনি যান, বলছেন কর্নেল মার্টিন টেসলি, যিনি এই বিমান ঘাঁটির অধিনায়ক এবং নিজেও একজন সাবেক এফ১৬ যুদ্ধবিমান পাইলট। তিনি বলেন, এখানে বহু রকমের সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়ারের বিষয় জড়িত। তিনিও বুঝতে পারেন কেন ইউক্রেনের সোভিয়েত আমলের পুরনো যুদ্ধবিমান বহরের আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

উ. কোরিয়ায় অনাহারে মৃত্যুর করুণ কাহিনি, দেশ কি বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে?

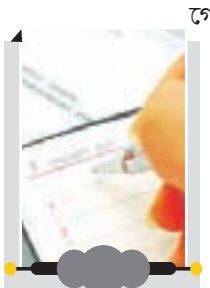

জিন ম্যাকেঞ্জি
প্রাবন্ধিক

উত্তর কোরিয়ার কজন মানুষ বিবিসিকে জানিয়েছেন সেদেশে খাদ্যাভাব এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছে যে তাদের প্রতিবেশিদের তারা অনাহারে মারা যেতে দেখেছেন।

উত্তর কোরিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন একটি দেশ। সেখান থেকে খবর বাইরে আসে না। সেই দেশের ভেতর থেকে বিবিসি কিছু মানুষের একান্ত সাক্ষাৎকার গোপনে জোগাড় করেছে। এইসব সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশটির পরিস্থিতি ১৯৯০এর দশকের চেয়েও গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশটির সরকার তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দেয় ২০২০ সালে। ফলে সবরকম সরবরাহের পথ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আমাদের যারা সাক্ষাৎকার দেন তারা বলেন যে সরকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপরও কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

পিয়ংইয়ং সরকার বিবিসিকে বলেছে তারা সবসময়ই সেদেশের নাগরিকদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়।

বিবিসি কয়েক মাস ধরে গোপনে উত্তর কোরিয়ার তিনজন সাধারণ নাগরিকের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছে। বিবিসিকে একাজে সহযোগিতা করেছে ডেইলি এনকে নামে একটি সংস্থা, যাদের উত্তর কোরিয়ার ভেতর থেকে খবর সংগ্রহের জন্য লোকজনের একটা নেটওয়ার্ক রয়েছে।

তারা আমাদের বলেছে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে তারা হয় অনাহারে মৃত্যু অথবা আইনভঙ্গের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। উত্তর কোরিয়ার মানুষের মুখ থেকে সরাসরি কিছু শুনতে পাওয়া একটা বিরল ব্যাপার।

এই সাক্ষাৎকারগুলো তুলে ধরেছে দেশটিতে কীভাবে একটা বিপর্যয়কর মর্মান্তিক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলছেন লিবার্টি ইন নর্থ কোরিয়া (লিংক) নামে একটি সংস্থার সোকেল পার্ক। এই সংস্থাটি উত্তর কোরিয়া থেকে পালিয়ে আসা লোকেদের সাহায্য করে।

রাজধানী পিয়ংইয়ংএর বাসিন্দা এক নারী আমাদের বলেন, তিনি তিনজনের একটি পরিবারকে জানতেন যারা না খেয়ে নিজেদের বাসায় মারা গেছেন। আমরা তাদের পানি দেবার জন্য দরোজায় কড়া নাড়ি, কিন্তু কেউ দরোজা খোলেনি, বলেন জি ইয়ন। কর্তৃপক্ষ যখন বাসার ভেতর ঢোকে, তাদের তিনজনকে তারা মৃত দেখতে পায়, তিনি বলেন। জি ইয়নের পরিচয় গোপন রাখতে তার নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। আমরা অন্য যাদের সাথে কথা বলেছি তাদেরও আসল নাম ব্যবহার করা হয়নি।

উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে চীন সীমান্তের কাছাকাছি বাস করেন একজন নির্মাণ কর্মী। আমরা তার নাম দিয়েছি চান হো।

চান হো আমাদের বলেন খাবারের সরবরাহ এখন এতটাই কম যে তার গ্রামের পাঁচজন ইতোমধ্যেই অনাহারে মারা গেছে।

প্রথম দিকে আমার ভয় ছিল কোভিডে মরব, কিন্তু এরপর থেকে ভয় ধরে গেল যে না খেয়ে মরতে হবে, তিনি বলেন।

দেশটির দুই কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের জন্য উত্তর কোরিয়া কোন দিনই যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করতে পারেনি। কিন্তু ২০২০এ দেশটি যখন সীমান্ত বন্ধ করে দেয়, তখন কর্তৃপক্ষ চীন থেকে খাদ্যশস্য, সেইসঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সার ও কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি আমদানিও বন্ধ করে দেয়। ইতোমধ্যে পিয়ংইয়ং কর্তৃপক্ষ সীমানায় বেড়া তুলে ঢোকার সব পথ নিশ্চিদ্র করে দেয় এবং খবর প্রকাশ পায় যে কেউ সীমান্ত পেরনোর চেষ্টা করলে সীমান্তরক্ষীদের তাদের গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফলে, কারো পক্ষে চোরাই পথে খাবার এনে বেসরকারি বাজারে বিক্রি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। উত্তর কোরিয়ার বেশিরভাগ মানুষ এসব বাজার থেকেই সাধারণত খাদ্যপণ্য কেনেন।

দেশের উত্তরাঞ্চলের এরকম বাজারের একজন ব্যবসায়ী যার নাম আমরা দিয়েছি মিয়ং সুক, আমাদের বলেন যে, তার স্থানীয় বাজারে প্রায় তিন চতুর্থাংশ খাবারদাবারই আসত চীন থেকে। এখন সেসব বাজার একেবারে খালি।

অন্য আরও অনেকের মত মিয়ং সুকও সীমান্তের ওপার থেকে চোরাচালান হয়ে আসা পণ্য এই বাজারে বেচে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এখন তার রোজগারের পথও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি আমাদের বলেন তার পরিবার এর আগে কখনও এত কম খেয়ে দিন কাটায়নি। সম্প্রতি প্রতিবেশিরাও তার দরজায় কড়া নেড়ে খাবার চায়, কারণ খাবারের অভাবে তারা না খেয়ে চরম ক্ষুধায় দিন কাটাচ্ছে।

জি ইয়ন পিয়ংইয়ং থেকে আমাদের জানান তিনি শুনেছেন মানুষ খিদের জ্বালায় ঘরের ভেতর আত্মহত্যা করেছে, অনেকে আয় রোজগার হারিয়ে পাহাড়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে সেখানে মরবে বলে।

মিজ জি বলেন বাচ্চাদের খাওয়া দিতে তিনি হিমশিম খাচ্ছেন। একবার, দুদিন তিনি অভুক্ত ছিলেন। তার ভয় হয়েছিল ঘুমের মধ্যেই তিনি মারা যাবেন।

উত্তর কোরিয়ায় ১৯৯০এর দশকের শেষ দিকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ওই দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল ৩০ লাখ মানুষ।

সম্প্রতি দেশটিতে মানুষের অনাহারে থাকার কিছু গুজব শোনা যাচ্ছিল। তা যে শুধু গুজব নয়, সত্য, এই সাক্ষাৎকারগুলোই তার প্রমাণ এবং এর থেকে একটা আশঙ্কা দানা বাঁধছে যে দেশটি আরেকটি বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে।

সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের পাড়ায় অনাহারের যেসব চিত্র দেখছে তা খুবই উদ্বেগের, বলছেন উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতিবিদ পিটার ওয়ার্ড। আমরা বলছি না সেখানকার সমাজ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে বা সেখানে গণহারে মানুষ এখন অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন, কিন্তু চিত্রটা মোটেই সুখকর নয়।

উত্তর কোরিয়ায় মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা নথিবদ্ধ করে এনকেডিবি নামে একটি সংস্থা। তার পরিচালক হানা সংও একই কথা বলছেন। গত ১০-১৫ বছর আমরা মানুষের না খেয়ে থাকার কথা কালেভদ্রে শুনেছি। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের উত্তর কোরিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃসময়ের দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এমনকি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং আনও পরিস্থিতি যে কতটা গুরুতর তার প্রতি ইঙ্গিত করেন একসময় খাদ্য সঙ্কট কথাটা সরাসরি উল্লেখ করে, যখন কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নানা ধরনের প্রয়াসের কথা তিনি বলেন। এরপরেও, তিনি কিন্তু তার পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির জন্য ব্যয়বরাদ্দকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ২০২২ সালে তিনি রেকর্ড সংখ্যায় ৬৩টি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালান।

একটি আনুমানিক হিসাব বলে এসব পরীক্ষার জন্য দেশটি খরচ করেছে ৫০ কোটি মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ, যা উত্তর কোরিয়ার বার্ষিক খাদ্যশস্য ঘাটতি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের চেয়ে অনেক বেশি।

আমাদের যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তারা একথাও বলেছেন যে গত তিন বছরে সরকার কীভাবে জনসাধারণের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল নিয়েছে। সরকার নতুন নতুন আইন চালু করেছে এবং শাস্তি কঠোর করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্যানডেমিকের আগে প্রতি বছর ইয়ালু নদী পার হয়ে উত্তর কোরিয়া ছেড়ে চীনে পালাতো হাজার খানেকের বেশি মানুষ। ছোট ব্যবসায়ী মিয়ং সুক আমাদের বললেন এখন পালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এখন এমনকী নদীর দিকে যাবার চেষ্টা করলেই কড়া শাস্তি দেয়া হয়। ফলে প্রায় কেউই আর নদী পার হয় না, তিনি বলেন। নির্মাণ কর্মী চান হো বলেন , তার বন্ধুর ছেলে সম্প্রতি রুদ্ধদ্বার কক্ষে বেশ কয়েকজনকে হত্যা করার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়া তিন চার জনকে এক সাথে হত্যা করা হয়েছে। বেঁচে থাকা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে, তিনি আমাদের বলেন। একটা ভুল করলেই নির্ঘাত মৃত্যু। আমরা এখানে আটকা পড়ে মরণের অপেক্ষায় দিন গুনছি।

তিন বছরের ওপর উত্তর কোরিয়া তার সীমান্ত বন্ধ করে রেখেছে। সেদেশে ঢোকা বা দেশ থেকে বেরনো নিষেধ। প্রায় প্রত্যেক বিদেশী যারা দেশটিতে ছিলেন তল্পিতল্পা গুটিয়ে সেদেশ ছেড়ে চলে গেছেন। বিশ্বের সবচেয়ে গোপনীয় এবং স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি থেকে কোন খবর বাইরে আসে না তথ্যের কৃষ্ণগহ্বর দেশটি। দেশের ভেতর কী ঘটছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েক মাস ধরে বিবিসিকে তা জানিয়েছেন এই তিনজন।

আমরা যা জেনেছি তা উত্তর কোরিয়ার সরকারের কাছে আমরা তুলে ধরি। সরকার আমাদের বলে তারা সবসময় জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে, এমনকী কঠিন সময়েও।

মানুষকে ভাল রাখা আমাদের অগ্রাধিকারের শীর্ষে, এমনকী কোনরকম বিচার বা চ্যালেঞ্জের মুখেও, বলেন লন্ডনে উত্তর কোরিয়া দূতাবাসের একজন প্রতিনিধি।

তারা আরও বলেন এসব খবর পুরোপুরি তথ্যভিত্তিক নয়। তাদের দাবি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেয়া এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ এসেছে ডিপিআরকে (ডেমোক্র্যাটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়া - উত্তর কোরিয়ার সরকারি নাম) বিরোধী শক্তিগুলোর কাছ থেকে।

কিন্তু লিংক সংস্থার সোকেল পার্ক বলছেন এসব সাক্ষাৎকার কঠিন জীবন সংগ্রামের তিনটি বাস্তবতাকে সামনে এনেছে। খাদ্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়েছে, মানুষের নিজেদের ভরণপোষনের স্বাধীনতা কমেছে, এবং দেশ ছেড়ে পালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাদের বক্তব্য এই তত্ত্বকেই সমর্থন করে যে উত্তর কোরিয়া আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি দমনমূলক হয়ে উঠেছে।

পিয়ংইয়ং থেকে জি ইয়ন জানান নজরদারি আর দমনপীড়ন এখন এতটাই নিষ্ঠুর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষ এখন পরস্পরকে আর বিশ্বাস করে না।

বিদেশী চলচ্চিত্র বা টিভি শো দেখা, বিদেশী গান শোনা এবং অন্যের সাথে সেসব শেয়ার করা নিষিদ্ধ করে ২০২০র ডিসেম্বরে চালু হওয়া নতুন এক আইনের আওতায় জি ইয়নকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ ও সংস্কৃতি বর্জন আইন নামে নতুন এই আইনের লক্ষ্য হল বিদেশী তথ্য আসার পথ সমূলে বিনষ্ট করা। দক্ষিণ কোরিয়ার কোন কন্টেন্ট চালাচালি করতে গিয়ে কেউ ধরা পড়লে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান এই আইনে রাখা হয়েছে।

উত্তর কোরিয়ার একজন সাবেক কূটনীতিক যিনি ২০১৯ সালে দেশত্যাগ করেন, বলেন যে বিদেশী প্রভাব দমন করার পথ যে কতটা চরমে পৌঁছেছে তা জেনে তিনি স্তম্ভিত। কিম জং আনএর ভয় দেশের মানুষ যদি জানতে পারে তাদের প্রকৃত অবস্থাটা কী, এবং তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়া কতটা ধনী, তাহলে তারা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে এবং তার বিরুদ্ধে মাথা তুলবে, ব্যাখ্যা করেন সাবেক ঐ কূটনীতিক রিউ হিউন উ।

আমাদের সাক্ষাৎকারগুলো থেকে বোঝা যায় গত তিন বছরে কিছু মানুষের আনুগত্যে ফাটল ধরেছে।

কোভিডের আগে মানুষ কিম জং আনকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতো, বলেন মিয়ং সুক। এখন প্রায় সকলেরই মনেই তৈরি হয়েছে প্রচুর অসন্তোষ।

সাময়িকী

মণিপুরে ফের সহিংসতায় মৃত ৯, কেন শান্তি ফিরছে না

অমিতাভ ভট্টশালী
কলামিস্ট

ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় মণিপুর রাজ্যে বুধবার ভোরে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের হামলায় অন্তত নয় জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১০ জন। আবার বৃহস্পতিবারও রাজধানী ইম্ফলের একটি বাজার এলাকায় বেশ কিছু বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। হামলাকারীদের আটকাতে পুলিশ সেখানে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়েছে বলে স্থানীয় সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন। মণিপুর পুলিশ বলছে, বুধবার ভোর রাত একটা নাগাদ ইম্ফল ইস্ট এবং কাঙপোকির খামেনলোক এলাকায় সশস্ত্র জঙ্গিরা এই হামলা চালায়।

সর্বশেষ সহিংসতায় নিহতরা সবাই মেইতেই জনগোষ্ঠীর সদস্য বলে স্থানীয় সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন।মে মাস থেকে শুরু হওয়া জাতিগত সহিংসতায় এখনও পর্যন্ত একশোরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন তিনশোরও বেশি। সংঘর্ষ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে বহু হতাহত হলেও পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে সেই সংখ্যা কমে এসেছিল। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার হামলা, পাল্টা হামলার ঘটনা হচ্ছে, যাতে মানুষের মৃত্যুও হচ্ছে। এর আগে সোমবার খামেনলোক এলাকাতেই আরেকটি সহিংসতায় নয় জন আহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে বলা হয়েছে মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর জেলার ফৌগাকচাওতেও বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র কুকি গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে।

সশস্ত্র কুকিরা মেইতেইদের বসবাসের এলাকার কাছে বাঙ্কার তৈরি করার চেষ্টা করছিল। নিরাপত্তা বাহিনী তাদের বাধা দিলে দু পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। মণিপুরের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিন্দু মেইতেই জনগোষ্ঠীর। এদের অনেকেই বৈষ্ণব। রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ তারাই। অন্যদিকে পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করেন যেসব নাগা এবং কুকি উপজাতির মানুষ, তাদের একটা বড় অংশ খ্রিস্টান। এরকম ৩৩ টি উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস রাজ্যের ৯০ পাহাড়ি অঞ্চলে। গত কয়েক বছর ধরেই মেইতেইরা দাবী জানিয়ে আসছিলেন যে তাদের তপশিলি উপজাতি (এসটি) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করার জন্য। ভারতে যে সব সম্প্রদায় ঐতিহাসিকভাবে সমান সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে - তাদেরকে এসটি শ্রেণীভুক্ত করে তাদের জন্য সরকারি চাকরি, কলেজে ভর্তি ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির আসন সংরক্ষণ করা হয়। গত মাসে মণিপুর হাই কোর্ট রাজ্য সরকারকে মেইতেই সম্প্রদায়ের দাবি বিবেচনার নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাজ্যের অন্য উপজাতিগুলোর মধ্যে এতে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় যে মেইতেইদেরকে এসটি মর্যাদা দেওয়া হলে তাদের চাকরির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হবে।

আবার রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলগুলি, যেখানে উপজাতীয়দের বসবাস, সেখানে মেইতেই জনগোষ্ঠীর মানুষ জায়গা জমি কিনতে পারেন না। তবে মেইতেইরা উপজাতি তালিকাভুক্ত হলে পার্বত্য অঞ্চল তারা দখল করে নেবে, এই আশঙ্কাও তৈরি হয় উপজাতিগুলির মনে। মনিপুরের একজন অগ্রগণ্য মানবাধিকার কর্মী ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে নাম উল্লেখ করতে বারণ করে বলছিলেন, মেইতেইরা রাজনৈতিকভাবে খুবই ক্ষমতাশালী। কিন্তু নাগা এবং কুকি সহ উপজাতীয় মানুষ সংরক্ষণের কারণে এবং তাদের পিছনে খ্রিস্টান মিশনারিদের সহায়তার কারণে পড়াশোনা বলুন বা রাজ্যের ভেতর আর বাইরে চাকরীর ক্ষেত্রে, খুব দ্রুত উন্নতি করে ফেলেছে মেইতেইদের তুলনায়। তাই মেইতেই মধ্যবিত্তদের একাংশ মনে করছিলেন যে তাদেরও সংরক্ষণের আওতায় আসা উচিত, যাতে তারাও উন্নতি করতে পারে। হাইকোর্টের নির্দেশের প্রতিবাদ জানাতে মণিপুরের অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ডাকা এক মিছিলে হাজার হাজার লোক যোগ দেয় মে মাসের তিন তারিখ। ওইসব মিছিলগুলির একটি হচ্ছিল উপজাতীয়দের এলাকা চূড়াচন্দ্রপুর জেলায়। সেখানেই সংঘর্ষ শুরু হয়। এর পর বিষ্ণুপুর এবং আরও কয়েকটি এলাকা থেকেও সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। মেইতেই সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ যেমন উপজাতীয়দের এলাকা থেকে পালাতে থাকেন, তেমনই রাজধানী ইম্ফলের মতো উপত্যকা এলাকা, যেখানে মেইতেরাই সংখ্যাগুরু, সেখান থেকে পালাতে থাকেন উপজাতীয় মানুষরা।

জানা অজানা

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান এবং মুসলমান নারী ফেডারেল বিচারক

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একজন ফেডারেল বিচারকের পদে প্রথমবারের মত কোনো বাংলাদেশি আমেরিকান এবং মুসলমান নারী নুসরাত জাহান চৌধুরীর নাম নিশ্চিৎ করা হয়েছে। নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট আসনের জন্য তার নির্বাচনের কথা সেনেট নিশ্চিৎ করেছে। ৪৬ বছর বয়স্কা নুসরাত চৌধুরী দীর্ঘকাল এ দেশের একটি নাগরিক অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত আইনজীবী সংগঠন এসিএলইউএ কাজ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে তিনি প্রচুর কাজ করেছেন। এর আগে তিনি কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক এবং ইয়েল ল স্কুল থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রী নেন।

পাঠকের চিঠি

জয় হরিনা বাবা

১৬ ই জুন ২০২৩ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সংক্রান্তি ওরফে রজ সংক্রান্তি।আজ ঝাড়খন্ডের ইতিহাসিক হরিনা পরব ও হরিনা মেলা।আজ আমি আমাদের মাতাজী আশ্রমের ভক্ত যথা,,সুধাংশু মিশ্র,কৃষ্ণ মণ্ডল,বলরাম গোপ ও অমল বিশ্বাসের সাথে সকাল ৮ টার সময় হরিনা বাবার কাছে পৌছালাম।আজ পাঠ ভক্তা, চলা ভক্তা,পড়ে পড়ে যাওয়া ভক্তা,গড়াগড়ি দিয়ে যাওয়া ভক্তা দেখলাম।অফুরন্ত ভক্তি,শ্রদ্ধা,ভালোবাসা ও আস্থা বাবার প্রতি।কত রকমের আকুতি,মিনতি ও মানত বাবার কাছে।আস্থার উপর কোনো কথা চলে না,কোনো বৈজ্ঞানিক তর্ক ও যুক্তি চলে না।স্বামী বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছেন,,,এই দেশে শিব ঠাকুর ষাঁড়ে ঘুরে বেড়াবেন,মা কালী পাঁঠা খাবেন ও কৃষ্ণ বাঁশি বাজাবেন চিরকাল।এই দেশে কোনো নাস্তিকবাদ চলবে না।

আজ চারিদিকে শুধু লোক আর লোক।যত ভক্ত,তত যাত্রী ,তত মেলা দেখার লোক।প্রচন্ড গরম ও যেন হার মেনেছে মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কাছে।এই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত ভারত,ধর্মের ভারত,আধ্যাত্মিক ভারত।প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যেও বাবার পুজো দেওয়া হলো ও মেলা ঘুরে দেখা হলো।আজ হরিনা মেলা গিয়ে পুরানো দিনের আনন্দের কথা মনে পড়লো।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

অসমকে পূর্ব ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রের হাব হিসাবে গড়ে তোমার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সম্পর্কে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ চলতি বছর থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অসমে প্রযোজ্য হবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই নতুন শিক্ষানীতির মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলেও উল্লেখ করেছিলেন তিনি। এবার এই সংক্রান্তে ফের নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অসমকে পূর্ব ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রের হাব হিসাবে গড়ে তোমার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে দেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে নিজেদের নিয়ে যাওয়ার জন্য তেজপুর এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে বৃহস্পতিবার শিক্ষানীতি ২০২০ সম্পর্কে দুই দিনের কার্যসূচির মাধ্যমে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আযোজন করা হয়েছে। এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য অসমের রাজভবন, অসম সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং সাধারণ বিভাগ ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই কর্মশালার আযোজন করেছে। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গত ৩ জুন অসম সরকার রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছিল। রাজ্য সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অতি দ্রুত এবং কার্যকর ভাবে রূপায়ণ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কিছু নির্দিষ্ট সফলতা পেয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি উচ্চ পর্যায়ে রূপায়নের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন সাধন করার ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা করছে। এই শিক্ষানীতি সঠিকভাবে রূপায়ণ করার জন্য অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের থেকে অভিমত গ্রহণ করা হবে। চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম, এক বছরের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের সম্পর্কে যাতে ছাত্রছাত্রীরা সহজে বুঝতে পারে সেটার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে বই প্রকাশ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিক আলোচনার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া এই সংক্রান্তে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের সঠিকভাবে অবগত করাতে হবে। রাজ্যের বেশির ভাগ মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক শিক্ষা ক্যালেন্ডার, পাঠ্যক্রম, গ্রেডিং প্যাটার্ন অনুসরণ করা হচ্ছে। এর ফলে একই ধরনের ব্যবস্থা মেনে চলতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তিনি বলেন রাজ্যের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ভালো রেংকিং প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু একাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেংকিং সন্তোষজনক নয়। অসমের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মধ্যে ৫০ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের ১০০ রেংকিং এর ভিতরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে হবে। একমাত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য নয় বরং পূর্ব ভারতের শিক্ষার হাব হিসাবে অসম পরিগণিত করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। দেশকে ভিত্তি করেই রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্র মানদন্ড উন্নত করতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় গুলো নিজের রেংকিং এর উন্নতি সাধনের জন্য উৎসর্গত মনোভাবের দ্বারা নিযোজিত হতে হবে। তেজপুর এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের অন্য প্রান্তের ফলাফল দেখিয়ে তথা তুলনা করে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজেদের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এই কর্মশালা আযোজন করার জন্য রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়া নেওয়া পদক্ষেপের জন্য তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন এই সম্মেলন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অগ্রণী মহাবিদ্যালয় গুলোর প্রতিনিধিদের জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে জড়িত প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে করা আলোচনা করার জন্য এক উপযুক্ত মঞ্চ প্রদান করেছে। ফলে রাজ্যে এই নীতির ফলদায়ক রূপায়নের পথ সুচল করবে। এদিনের কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

অন্যদিকে রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়া কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে বলেন, রাজ্যের শিক্ষানুষ্ঠান গুলোকে দেশের অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষানুষ্ঠান গুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় গুলোর শিক্ষার মানদন্ড উন্নত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্যপাল বলেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় গুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে। ফল এই বিষয়ে নজর দিতে হবে। দেশের অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠান গুলোর সঙ্গে যাতে অসমের বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় গুলো প্রতিযোগিতা করতে পারে সেই পর্যায়ে নিজেদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়া।

এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু, অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ডাঃ ননী গোপাল মহন্ত, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বিশ্ব রঞ্জন শ্যামল, আচার্য সচিবালয় উপদেষ্টা মিহির কুমার চৌধুরী, রাজ্যপালের কমিশনার সেক্রেটারি মীনাক্ষী সুন্দরম, রাজ্যের ১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা, অসীম সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শীর্ষ স্তরের অফিসার, বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, স্বশাসিত মহাবিদ্যালয় গুলোর অধ্যক্ষরা উপস্থিত ছিলেন।

গোয়ালপাড়া জেলার বিজেপির নেত্রী জোনালি নাথের হত্যাকাণ্ডের নতুন তথ্য উদঘাটন

এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত শুরু করে সিবিআই এর একটি দলের জখলাবন্দার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অবশেষে ডিজিপি জিপি সিংহের তৎপরতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে প্রয়াত বিজেপি নেত্রী জোনালি নাথের পরিবার। এক্ষেত্রে ডিজিপিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন স্বামী চন্দ্র কুমার নাথ এবং তাদের জ্যেষ্ঠ মেয়ে। তবে গোয়ালপাড়া জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা জোনালি নাথের হত্যাকাণ্ডে জড়িত হাসানুর ইসলামকে ঘিরে নতুন তথ্য পেয়েছে পুলিশ। তাছাড়া অন্যদিকে এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত শুরু করে সিবিআই এর একটি দলের জখলাবন্দার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। উল্লেখ্য জোনালি নাথের হত্যাকাণ্ডে জড়িত হাসানুর ইসলাম প্রেম জনিত কারণে এই হত্যাকান্ড সংগঠিত করেছিল বলে জানিয়েছিলেন সিআইডির আইজিপি দেবরাজ উপাধ্যায়। তবে তার এই মন্তব্যের পরেই ব্যাপকভাবে রেগে গিয়েছিল জোনালি নাথের পরিবার। এমনকি প্রয়াত এই বিজেপি নেত্রীর স্বামী সিআইডির আইজিপি দেবরাজ উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দাখিল করেছেন। অবশেষে অসম পুলিশের কর্তা জিপি সিংহ গোয়ালপাড়ায় উপস্থিত হয়ে এই অসংবেদনশীল মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। এরপরেই প্রয়াত বিজেপি নেত্রী জোনালি নাথের পরিবার আপাতত শান্ত

হয়েছে। এক্ষেত্রে ডিজিপি জিপি সিংহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন হত্যাকাণ্ডের ভুক্তভোগীর স্বামী। তাদের জ্যেষ্ঠ মেয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গোয়ালপাড়া আসার অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি যদি প্রযোজন হয় তাদের ডেকে পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছেন। সারা রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিজেপি নেত্রীর হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানে নতুন তথ্য হাতে পেয়েছে গোয়ালপাড়া পুলিশ। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত হাসানুর ইসলামকে গ্রেফতার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে জানিয়েছিল যে চলন্ত গাড়িতে জোনালি নাথকে গলার নলি চিপে ধরে হত্যা করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে বারংবার জেরা করার পর নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ হাসানুর ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি কাঠের বাটাম উদ্ধার করেছে। সেই বাটামে রক্তের দাগ রয়েছে। সেই কাঠের বাটাম দিয়ে মাথায় মেরে বিজেপি নেত্রীকে সে হত্যা করেছিল বলে, পুলিশ আশঙ্কা করছে। তাছাড়া তার বাড়ি থেকে জোনালী নাথের বেশ কয়েকটি ডায়েরি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তবে যেহেতু ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে ফলে পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে অধিক তথ্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ডিজিপি জিপি সিংহের ঘোষণা অনুযায়ী এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্তের উদ্দেশ্যে বুধবার রাতে সিবিআই এর একটি দল গুয়াহাটি মহানগরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৃহস্পতিবার ও সিবিআই এর আরেকটি দল মহানগর এসেছে। ডিআইজি লাভলি কাটারিয়ার নেতৃত্বে শিবের একটি দল এদিন জখলাবন্দার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এরপর দলটি বিভিন্ন থানায় উপস্থিত হয়ে এই জোনমণি রাভার মৃত্যু সংক্রান্তে নানা তথ্যবাতি খতিয়ে দেখেছে। তাছাড়া দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া জোনমণি রাভার গাড়িটির তন্ন তন্ন ভাবে তল্লাশি করেছে সিবিআই। এরপর ফের একবার জখলাবন্দার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে দলটি। গুয়াহাটি মহানগরে উপস্থিত হয়েই সিআইডি থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে সিবিআই ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু করেছে। এই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেয়ের মৃত্যুর বিচার পাবেন বলে মন্তব্য করেছেন জোনমণি রাভার মাতৃ।

অসমে সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এনআরআইদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে

আগামী ২১ জুন ধুবড়িতে কেন্দ্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত, অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা ক্ষেত্রে এনআরআইদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। ফলে এবার থেকে অসম তথা দেশের বাইরের যেকোনো যুবক যুবতীরা এই সুবিধা পাবে। তাছাড়া আগামী ২১ জুন ধুবড়িতে কেন্দ্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও যোগ দিবস আযোজন করা হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের মন্ত্রীদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেই জেলায় মন্ত্রী থাকবেন না সেখানে জেলাশাসকরা বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। স্বশাসিত পরিষদের জেলা গুলোতে এক্ষেত্রে দায়িত্বে থাকবেন সিইএমরা। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে আযোজিত ধুবড়ির এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন।

গুয়াহাটি মহানগরের অসম সচিবালয় জনতা ভবনে বৃহস্পতিবার আযোজিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর যাবতীয় কেবিনেট সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবগত করান মন্ত্রী কেশব মহন্ত। এক্ষেত্রে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন এদিনের মন্ত্রীসভায় বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন শুধুমাত্র এনআরআইদের জন্য দশ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নয় বরং রাজ্যের বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য এমবিবিএস আসনে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মরাণদের জন্য ৫ টা আসন ছিল সেটা ৮ টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, মঠক জনগোষ্ঠীর জন্য ৫ টা থেকে ৮ টা আসন বৃদ্ধি, টাই আহোমদের জন্য ৭ টা থেকে ১০ টা আসন বৃদ্ধি, চুতিয়া জনগোষ্ঠীর জন্য ৬ টা থেকে ৯ টা আসন বৃদ্ধি এবং কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জন্য আগে ১০ টা আসন থাকলেও বর্তমান সেটা ১৩ টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তাছাড়া বিডিএস শীর্ষক প্রত্যেকের জন্য একটি করে আসন সংরক্ষণ থাকবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী কেশব মহন্ত। তিনি বলেন আগামী সেপ্টেম্বরে নাম্বারটি সময় আগের তুলনায় বেশি আসন পাবে এই জনগোষ্ঠীগুলো।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেশব মহন্ত বলেন এবার থেকে রাজ্যে স্ট্যাম্প পেপার ডিজিটাল করা হবে। এটাকে আসাম ডিজিটাল স্ট্যাম্প হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন এক্ষেত্রে ব্যবসার জন্য অনুজ্ঞাপত্র থাকা ব্যক্তিরা ডিজিটাল ব্যবস্থায় রূপান্তর হতে

পারবেন। ব্যবসায়ীতে যাতে কোন ধরনের অসুবিধা না হয় সে ক্ষেত্রে নজর রাখবে সরকার। বর্তমান অনুজ্ঞাপত্রটির মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা সিএসসি শুরু করে নিজেদের ব্যবসাকে ডিজিটাল করতে পারবেন। পরবর্তীকালে এই ব্যবসায়ীদের সরকার ডিজিটাল অনুজ্ঞপত্র প্রদান করবে। তাছাড়া রাজ্যের প্রত্যেক স্ট্যাম্প পেপার ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল হিসাবে রূপান্তর হওয়ার জন্য এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেবে রাজ্য সরকার। তিনি জানান বিটিআর জেলাতে এখন থেকে আইসিডিএস প্রকল্পের সীমা নির্ধারণ করা হবে। তাছাড়া কারিগরি কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য স্বশাসিত পরিষদকে ক্ষমতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে রিটায়ার্ড এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের স্বশাসিত পরিষদ নিযুক্তি দিতে পারবে বলে উল্লেখ করেছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেশব মহন্ত।

আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো বিস্থাপিতদের প্রতিবাদ বিক্ষোভকে সমর্থন করেছেন

জামশেদপুর (সুধীর গোরাই) ঃ অখিল ঝাড়খণ্ড বিস্থাপিত অধিকার মঞ্চের ব্যানারে, আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছে চান্ডিল বাঁধের বিস্থাপিত সদস্য। সুবর্ণরেখা বহুমুখী প্রকল্পের চান্ডিল পুনর্বাসন সহ জোনাল অফিসের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করা হচ্ছে। আজসু দলের কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহতো দশ দফা দাবিতে বিস্থাপিতদের দেওয়া অবস্থান বিক্ষোভে সমর্থন জানান। আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো বিক্ষোভস্থলে পৌঁছে বাস্তুচ্যুত মানুষের সঙ্গে দেখা করেন। একই সঙ্গে বাস্তুচ্যুতদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার কথা বলেন। এই সময় ভাষণ দিতে গিয়ে হরেলাল মাহাতো বলেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চান্ডিল বাঁধের বাস্তুচ্যুত মানুষের আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং আজসু পার্টির দিক থেকেও করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে আকাশ জমিনের পার্থক্য রয়েছে। এটা দুঃখজনক যে ৪০ বছর পরও বাস্তুচ্যুতরা তাদের অধিকার পাচ্ছে না। হেমন্ত সরকার চান্ডিল বাঁধের বাস্তুচ্যুত মানুষদের ন্যায়বিচার দিতে বাস্তুচ্যুত কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়ে সরকার গঠন করলেও সাড়ে তিন বছর পেরিয়ে গেলেও বাস্তুচ্যুত কমিশন গঠন করা হয়নি। এটা স্পষ্ট যে হেমন্ত সরকার চান্ডিল বাঁধের উচ্ছেদকারীদের সাথে প্রতারণা করেছে এবং এখন জল সঞ্চয়ের নামে রাজনীতি করছে। সরকার ১৮৫ মিটার জল সঞ্চয়ের কথা বলে এবং খোদ সরকারের বিধায়ক জনগণকে ১৮২ মিটার জল সঞ্চয়ের আশ্বাস দিচ্ছেন। হরেলাল মাহাতো বলেন, বাস্তুচ্যুতদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা সবসময় থাকবে। চান্ডিল বাঁধের বাস্তুচ্যুত মানুষের ন্যায়বিচার পেতে আগামী সময়ে বৃহৎ আন্দোলন শুরু করবে আজসু পার্টি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি দুর্যোধন গোপ, লক্ষ্মীকান্ত মাহাতো, পুলক সাথপতি, রাকেশ মাহাতো, অনুপ মাহাতো প্রমুখ।

চীনে লিওনেল মেসির খেলা দেখতে শতশত ডলার দিয়ে টিকেট কিনেছে দর্শকরা

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক) ঃ বেইজিংএ গ্রীষ্মের এক তপ্ত রাতে, লিওনেল মেসি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার মাত্র ৯০ সেকেন্ডের মধ্যে গোল করলেন। আর এটিই হাজার হাজার চীনা সমর্থককে মুগ্ধ করে তোলে। বৃহস্পতিবার রাতে চীনের রাজধানীতে যেন নীল আর সাদা রঙের আর্জেন্টিনার জার্সির সাগর তৈরি হয়, যার প্রত্যেকটির পেছনের অংশে লেখা ছিল একটি নাম মেসি। প্রতি গ্রীষ্মেই বেইজিং সাধারণত একটি আমন্ত্রণমূলক বন্ধুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলার আয়োজন করে। এবার আয়োজকরা এমন একজন খেলোয়াড়ের নেতৃত্বে একটি দল বেছে নিয়েছেন, যিনি অন্য যে কারো চেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম। দলে দলে সমর্থকরা বেরিয়ে আসলো, এই বিখ্যাত দলটির জন্য খুব বেশি একটা সমর্থন দেখানোর জন্য নয় বরং একজন মাত্র মানুষকে অভিবাদন জানানোর জন্য যার ছবি দীর্ঘদিন ধরে বিলবোর্ডে প্রদর্শন করে প্রায় সব ধরণের পণ্য বিক্রিরই ব্যবসা করা হচ্ছিলো। এটা ছিল এমন একটি দেশে স্টার পাওয়ার মার্কেটিং বা তারকার মাধ্যমে ব্যবসার একটি উপায় যে দেশে উচ্চমানের কোন খেলোধুলা খুব একটা হয় না।

স্ট্যান্ডের চারপাশে উল্লাস প্রতিধ্বনিত হয় মেসিইইই মেসিইইই আর মাঝে মাঝে আহহজেনটিং! (চীনা ভাষায় আর্জেন্টিনা)।

খেলার টিকিট অত্যধিক হারে বিক্রি হয়েছিল। এগুলোর বেশিরভাগেরই দাম চারশো ডলার থেকে শুরু করে করে ৬৮০ ডলার পর্যন্ত ছিল। এর ফলে চীনা সোশ্যাল মিডিয়াতে এক ধরণের কৌতুক শুরু হয় যেখানে বলা হয়, নবনির্মিত ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামে এতো বেশি দাম আশাই করা যায় না।

কিন্তু তারপরও ৬৮ হাজার টিকিট পলকে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। দর্শকরা এসেছিলেন পুরো চীন থেকে। লিওনেল মেসি না থাকলে, এটা হয়তো সম্ভবই হতো না।

আর্জেন্টাইন তারকা চীনে পৌঁছানোর পর থেকেই বেইজিংয়ে মেসি ম্যানিয়া চলছে। ভক্তদের অনেকে দলটি যে হোটেলে উঠেছে তার বাইরে শিবিরি স্থাপন করে অবস্থান করেছে। এমনকি যা খেলার আগে অনুশীলনের জন্য বের হওয়া তাদের পক্ষে কঠিন করে তুলেছে। কিছু সমর্থক দামি ফাইভস্টার হোটেলের কক্ষ ভাড়া করেছেন শুধু এই আশায় যে, যদি খেলোয়াড়দের এক ঝলক দেখা যায় যারা তাদের দেশকে বিশ্বকাপের গৌরব অর্জন করে এনে দিয়েছিলেন। তাকে দেখার একটি বিকল্প সুযোগ সম্প্রতি ভক্তদের জন্য এসেছিল। আর তা হচ্ছে, তাওবাও নামে একটি অনলাইন বিক্রয় প্ল্যাটফর্ম একটি ফ্যান প্রমোশন লাইভ স্ট্রিমের আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেয়ার সুযোগ খুব সস্তা ছিল না। বরং তাওবাও এর মাধ্যমে পকেট ভরেছে এবং স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৫ লাখ দর্শক এই লাইভ অনুষ্ঠান দেখেছিল।

প্রকৃতপক্ষে, মেসির উপস্থিতি ঘিরে বেইজিংয়ে উন্মাদনা এতটাই চরম ছিল যে, পুলিশকে ভক্তদের সতর্ক করেছিল যে তারা যাতে মেসির সাথে ডিনার বা এরকম কোন ভিআইপি সুযোগের প্রস্তাব পেয়ে প্রতারিত না হন। চীনে মেসির বিশাল পরিচিত আছে। তার নাম এমন মানুষেরাও জানে যারা হয়তো ফুটবল সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের চীনের জাতীয় দলের বিপক্ষে মাঠে না নামিয়ে বরং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নামানোটা একটা আকর্ষনীয় সিদ্ধান্ত ছিল। তত্ত্বগতভাবে, প্রোমোটাররা আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলতে যেকোনো দলকে আমন্ত্রণ জানাতে পারতেন। অনেকে মনে করেন যে, আয়োজকরা চীনা দর্শকদের নিজের দেশের বিরুদ্ধে মেসিকে গোল করতে দেখে আবার মেসির জন্য উল্লাস করার মধ্যে যে একটা ঝুঁকি তৈরির আশঙ্কা রয়েছে সেটি চাননি। শেষ পর্যন্ত তারা এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দল অস্ট্রেলিয়াকে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নিয়েছে। আর অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য, তাদের আসলে হারানোর কিছুই ছিল না।

গত বছর কাতারে বিশ্বকাপে শেষ ১৬তে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ২-১ গোলে পরাজিত হওয়ার পর কেউ কল্পনাই করেনি যে, তারা এবার জিতবে। তারা তুলনামূলক নতুন একটি দল নিয়ে বেইজিং গেছে, সেখানে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের সাথে তাদেরকে মাঠে নামিয়েছে, আগামী বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ নেয়ার প্রস্তুতি হিসেবে। এরপরও, অল্পসংখ্যক অস্ট্রেলিয়ান সমর্থক যারা মাঠে উপস্থিতি ছিলেন, তাদের উল্লাসিত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত উপাদন ছিল। মেসির প্রথম গোলের পর তারা আর্জেন্টিনার আক্রমণের প্রতিহত করে এবং তারা আক্রমণাত্মকভাবে খেলতে শুরু করে। গোল করার বেশ কয়েকটি সুযোগ হাতছাড়া করলেও চীনা জনতা উল্লাস করে এবং প্রশংসায় হাততালি দেয়। কিন্তু, এ ধরণের একটি প্রীতি ম্যাচেও, আর্জেন্টিনা নিজেদেরকে আলাদা করে ধরে রেখেছিল এবং তাদের দ্বিতীয় গোলটি তাদের জয় নিশ্চিত করে।

খেলা শেষ হওয়ার পর, শিশু আর বয়স্কদের একটি জনস্রোত স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসে এবং এতে করে বেইজিংয়ের সানলিতুন জেলার রাস্তাগুলো কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। এসব ভক্তদের মধ্যে অনেকের মুখে রঙ করা ছিল। মেজাজ ছিল উল্লাসিত। এত টাকা খরচ করে মানুষ আফসোস করেছে বলে মনে হয়নি।

এটা সত্যিই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, একজন তরুণী বিবিসিকে বলেছেন। টিকিটের দাম অনুযায়ী আয়োজনটা উপভোগ্য ছিল। অবসরে যাওয়ার আগে এটিই হবে মেসির শেষ চীন সফর। তাই এটি সত্যিই মূল্যবান ছিল।

এটি একটি দুর্দান্ত খেলা ছিল, একজন ব্যক্তি বলেন। মেসির প্রথম গোলটি আমি সত্যিই পছন্দ করি।

আর তার প্রিয় খেলোয়াড় কে, আমি জিজ্ঞেস করলাম?

তিনি পেছনে ঘুরে তার আর্জেন্টিনার ফুটবল জার্সির পিছনে মেসি লেখাটা দেখিয়ে দিলেন।

চাইনিজ ভক্তরা এমন একটি জাতীয় দল পেতে খুব পছন্দ করবে যারা একদিন অন্যান্য শীর্ষস্তরের দলগুলোর সাথে মিশে যেতে পারবে। ততদিন পর্যন্ত এই ভক্তদের অনেকেই বড় নাম আর বড় ক্লাবকে অনুসরণ করবে।

তবে এই সপ্তাহে চীনে এমন একজন খেলোয়াড় ছিলেন যিনি ইতিমধ্যে নিজের দেশে কিংবদন্তি হয়ে উঠেছেন।

লিওনেল মেসির খ্যাতির কারণে বিশ্বের অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে আর্জেন্টিনা বিশাল জনতার সামনে দৌড়ে খেলেছে যা তাদের জন্য ঘরের মাঠে খেলার মতোই অনুভূতি দিয়েছে।

সেই মেসিভক্ত বললেন, 'লোভটা সামলাতে পারিনি'

বেইজিং ঃ মেসি তো এক আবেগেরই নাম। মেসিকে খেলতে দেখা, চোখের সামনে তাঁর ড্রিবলিং দেখাএ তো আবেগেরই। শুধু চোখের সামনে আর্জেন্টাইন তারকাকে দেখেই অনেকের শান্তি হয় না। মনেপ্রাণে তাঁরা চান, প্রিয় ফুটবলারটিকে একটু ছুঁয়ে দেখতে। সেটি করতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ রাঙানি তো আছেই, অনেকে এর পরিণতিও ভেবে দেখেন না। মেসিকে একবার ছুঁয়ে দেখা, জড়িয়ে ধরার বিনিময়ে যদি জেলেও যেতে হয়, তাও সই! গতকাল বেইজিংয়ের ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামে এমনই এক ঘটনা ঘটনালেন এক চীনা মেসিভক্ত।

গতকাল সন্ধ্যায় বেইজিংয়ে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। মেসি ম্যাচের ৭৯তম সেকেন্ডে গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে নেন, যে গোলটি তাঁর ক্যারিয়ারের দ্রুততম। এ ম্যাচে মেসির এই কীর্তি আর আর্জেন্টিনার জয় ছাপিয়ে আলোচনায় এখন এক চীনা ভক্ত। তিনি যে প্রমাণ রেখেছেন মেসির প্রতি তাঁর ভালোবাসার।

ম্যাচের ৬৬তম মিনিটের ঘটনা সেটি। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে আর বসে থাকতে পারলেন না সেই ভক্ত। নিরাপত্তাবেষ্টনী টপকে, নিরাপত্তারক্ষীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সোজা মাঠে ঢুকে পড়লেন তিনি। ঘটনাচক্রে মেসিকেও পেয়ে গেলেন একেবারে সামনেই। তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রিয় খেলোয়াড়ও তাঁকে বঞ্চিত করেননি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভক্তকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীরা বড়ই বেরসিক। তাঁরা কি আর এত কিছু বোঝেন! তাঁদের বোঝার কোনো কারণও নেই। দায়িত্বটা যে পালন করতে হবে। ভক্তের বেশে যদি কোনো দুর্বৃত্ত মেসির ক্ষতি করে ফেলে! তার দায় তো বর্তাবে তাঁদের ওপরই। সেই তরুণকে ধরতে তাঁরাও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সেই তরুণ তখন ঘোরের মধ্যে। মেসিকে জড়িয়ে ধরার পর ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামের মাঠজুড়ে দৌড়াতে থাকলেন তিনি। নিরাপত্তারক্ষীরাও ছুটতে লাগলেন মেসিভক্তের পিছু পিছু। একজন নিরাপত্তারক্ষী তো টাল সামলাতে না পেরে মাঠে পড়েই গেলেন। গ্যালারির দর্শকেরা তখন উত্তেজিত। এ যে মাঠের মধ্যেই অন্য এক লড়াই। বেশ শ্বাসরুদ্ধকর। নিরাপত্তারক্ষীরা দৌড়াচ্ছেন, সেই তরুণও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। গ্যালারিতে প্রার্থনা, মেসিভক্ত সেই তরুণকে যেন নিরাপত্তারক্ষীরা ধরতে না পারেন। এই ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল।

সেই তরুণ দৌড়ালেন প্রায় পুরো মাঠ। ১০ জন নিরাপত্তারক্ষী ছুটতে থাকলেন তাঁর পেছনে। পুরো মাঠ দৌড়ে তিনি ফিরলেন আগের জায়গায়। এবার তাঁকে বাগে পেলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। চ্যাংদোলা করে তাঁকে যখন মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তরুণের মুখে বিশ্বজয়ের হাসি। ভাবখানা ছিল এ রকম জীবনে যা পাওয়ার পাওয়া হয়ে গেছে। এখন জেলে গেলেও ক্ষতি নেই!

তাঁকে অবশ্য জেলে যেতে হয়নি। ম্যাচের পর তিনি কথা বলেছেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গেও। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম ক্লারিনকে তিনি জানিয়েছেন, মেসির মতো খেলোয়াড়, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দল যে মাঠে খেলছে, সেই মাঠের নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। তিনি গ্যালারির যে জায়গায় বসেছিলেন, সেখান থেকে মাঠে খুব সহজেই পৌঁছে গেছেন। মেসির ওই ভক্ত বলেছেন, 'আমি দেখাতে চেয়েছি নিরাপত্তাব্যবস্থা কতটা অপ্রতুল ছিল। আসলে আমি যে জায়গায় বসেছিলাম, সেখান থেকে মাঠে এত সহজে চলে যাওয়া যায় যে আমি মেসির সামনে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারিনি। তবে আমি আমার আচরণের জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমি মেসির খুব বড় ভক্ত। আমি তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে চাই, তাঁর অটোগ্রাফ নিতে চাই।'

ভারতীয় ক্রিকেটে ঔদ্ধত্য বাসা বেঁধেছে, মনে করেন এই ক্যারিবীয় কিংবদন্তি

লন্ডন ঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২০৯ রানে হেরে যাওয়ার পর ভারত দলের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আসছে ভিন্ন প্রসঙ্গও। এর আগে সাবেক স্পিনার হরভজন সিং বলেছিলেন, স্পিনসহায়ক উইকেটে খেলে মেকি আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে ভারতের। এবার আসছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে 'ঔদ্ধত্য বাসা বাঁধা'র প্রসঙ্গও। দারুণ সব খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দলটিকে নিয়ে নানা ধরনের মূল্যায়ন হচ্ছে, সেটি ঘরে কিংবা ঘরের বাইরেও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার অ্যান্ডি রবার্টস যেমন মনে করেন, ভারতীয় দলটার মধ্যে যথেষ্ট ঔদ্ধত্য কাজ করে। তারা প্রতিপক্ষকে অবমূল্যায়ন করে। সে কারণেই তাদের আজ এই অবস্থা। মিড ডে পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সত্তর ও আশির দশকের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার রবার্টস মন্তব্য করেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটে একধরনের ঔদ্ধত্য বাসা বেঁধেছে। এ কারণেই তারা প্রতিপক্ষকে পাত্তা দিতে চায় না। বাকি দুনিয়াকে তারা কিছুটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।'

রবার্টসের মতে, ভারতীয় দলকে টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে, 'ভারতীয় ক্রিকেটকে ঠিক করতে হবে, তারা কোন সংস্করণে জোর দেবে। তারা কি টেস্টে গুরুত্ব দেবে, না সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। টি টোয়েন্টি ক্রিকেট নিজের মতো করে চলতে থাকবে। সেখানে ব্যাট ও বলের মধ্যে সত্যিকারের কোনো লড়াই নেই।' ভারতীয় দলে যে মানের ক্রিকেটার আছে, তাতে দলটির কাছ থেকে আরও মানসম্মত ক্রিকেট প্রত্যাশা করেন রবার্টস। তিনি মনে করেন, এ মুহূর্তে ভারত প্রত্যাশামাফিক মানসম্মত ক্রিকেট খেলতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে, 'আমার প্রত্যাশা, ভারতীয় দল তাদের ব্যাটিংয়ের মান অনুযায়ী পারফর্ম করুক। আমি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অজিঙ্কা রাহানের লড়াই ছাড়া ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের কোনো উজ্জ্বল দিক দেখতে পাইনি। শুবমান গিল যখন শট খেলে, তখন দেখতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু সে লেগ স্টাম্পের ওপর দাঁড়িয়ে খেলে। তাই সে বেশি বোল্ড ও কট বিহাইন্ড হয়। বিরাট কোহলি অবশ্য প্রথম ইনিংসে মিচেল স্টার্কের দুর্দান্ত এক বলে আউট হয়েছে। মনে রাখতে হবে, ভারতীয় দলের দারুণ কিছু খেলোয়াড় আছে। কিন্তু তারা মোটেও বিদেশের মাটিতে তাদের মান অনুযায়ী খেলতে পারে না।'

ফাইনালে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে বসিয়ে রাখার ব্যাপক সমালোচনা চলছে। শচীন টেন্ডুলকার থেকে শুরু করে সুনীল গাভাস্কার প্রায় সবাই দলের সেরা স্পিনারকে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বসিয়ে রাখার কড়া সমালোচনা করেছেন। রবার্টসও একমত তাঁদের সঙ্গে। তাঁর মতে, সিদ্ধান্তটা ছিল খুবই বাজে। ক্রিকেটের যেকোনো সংস্করণে যেকোনো দলের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারছেন না ক্যারিবীয় কিংবদন্তি, 'রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের একাদশ থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তটা খুবই বাজে ছিল। আপনি আপনার দলের সেরা স্পিনারকে কীভাবে বাদ দেন?'

পাকিস্তান কেন চীনের মুদ্রায় রাশিয়ার তেল কিনছে?

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক)ঃ সম্প্রতি পাকিস্তান রাশিয়া থেকে ছাড়ে কেনা অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের প্রথম চালানের মূল্য চীনা মুদ্রা ইউয়ানে পরিশোধ করেছে। দেশটির জ্বালানি মন্ত্রী মোসাদ্দেক মালিক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এটি পাকিস্তান সরকারের জন্য বেশ বড় একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত কারণ এর আগে দেশটি তেল কেনার জন্য মার্কিন ডলার ব্যবহার করতো। রাশিয়া থেকে হ্রাসকৃত মূল্যে জ্বালানি ক্রয় পাকিস্তানের জন্য স্বস্তি বয়ে এনেছে। পাকিস্তান এখন তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে আছে, দেশটি বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে ঘাটতির কারণে আমদানি ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে এখন যে পরিমাণ বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ আছে, তা দিয়ে সর্বোচ্চ এক মাসের নিয়ন্ত্রিত আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে। চলতি বছরের প্রথম দিকে মস্কো ও ইসলামাবাদের মধ্যে হ্রাসকৃত দামে তেল কেনা নিয়ে চুক্তি হয়। সেই চুক্তির আওতায় রোববার তেলের প্রথম কার্গো করাচিতে পৌঁছায়।

চুক্তিতে পাকিস্তান কী বলেছে?

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে টেলিফোনে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের জ্বালানি মন্ত্রী মোসাদ্দেক মালিক চুক্তির বিস্তারিত জানিয়েছেন। তবে তেলের দাম কিংবা কী পরিমাণ ছাড় পাকিস্তান পেয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন, তেলের মূল্য চীনা ইউয়ানে পরিশোধ করা হয়েছে। পাকিস্তান ও রাশিয়ার মধ্যে প্রথম সরকারি পর্যায়ের এই চুক্তির আওতায় মোট এক লাখ টন অপরিশোধিত তেল কেনা হয়েছে। এই চুক্তিটি পাকিস্তান এপ্রিলে করেছে। এপ্রিলে দেওয়া এই ক্রয়াদেশের মধ্যে ৪৫ হাজার টন তেল করাচি বন্দরে পৌঁছে। বাকিটা আসছে বলে জানান মি. মালিক। পাকিস্তান'স রিফাইনারি লিমিটেড (পিআরএল) প্রাথমিকভাবে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করবে। মি. মালিক বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো এক তৃতীয়াংশ তেল রাশিয়া থেকে আমদানি করা। পাকিস্তানের বেশির ভাগ অপরিশোধিত তেল সৌদি আরব এবং পরে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আমদানি করা হয়।

কেন চীনা মুদ্রা?

পাকিস্তানই একমাত্র দেশ নয় যারা চীনা মুদ্রায় বাণিজ্য করছে। বাংলাদেশও সম্প্রতি একটি রুশ প্রকল্পের জন্য ডলারের পরিবর্তে চীনা ইউয়ানে অর্থ প্রদান করা যায় কিনা সেই বিষয়ে ভাবছে। নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রাশিয়াকে চীনা মুদ্রায় ১১০ মিলিয়ন ডলার দেবার পরিকল্পনার করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো ডলারের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে অন্য মুদ্রায় লেনদেন শুরু করার চেষ্টা করছে। ভারতও রুপী ব্যবহার করে রাশিয়ান অশোধিত তেল কেনার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি।

বর্তমানে, রাশিয়া ভারতের অস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামের বৃহত্তম সরবরাহকারী। কিন্তু এই সরবরাহ এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ রাশিয়াকে যে পন্থায় অর্থ প্রদান করতে হবে সেটা নিষিদ্ধ করেছে আমেরিকা। ভারতকে অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য রাশিয়াকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে। কিন্তু মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে গত এক বছর ধরে এ অর্থ পরিশোধ করা যাচ্ছে না।

ভারত আশঙ্কা করছে, তারা যদি অর্থ পরিশোধ করে তাতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হতে পারে। অন্যদিকে রাশিয়া রুপিতে পেমেন্ট নিতে প্রস্তুত নয়। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলো রাশিয়ার ব্যাঙ্কগুলোতে ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট খুলেছিল, যাতে রুপি দিয়ে তেল কেনা যায়। সমস্যা হলো ভারতের কাছে তেল বিক্রয় বাড়ানোর পর রাশিয়া অনেক রুপি পেয়েছে। কিন্তু রাশিয়া এখন রুপির পেমেন্টে আগ্রহী নয়। ইউয়ান নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কারণ রাশিয়া ক্রমাগত চীনের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছে।

ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়া এখন তার তেলের গন্তব্য ইউরোপ আমেরিকা থেকে সরিয়ে অন্য দিকে নেবার চেষ্টা করছে। গত কিছুদিন ধরে চীন ও ভারতই দেশটির তেলের প্রধান ক্রেতা, এবার তার সঙ্গে পাকিস্তানও যুক্ত হলো।

ইসলামাবাদ পশ্চিমাদের দীর্ঘদিনের মিত্র। এদিকে পাকিস্তানের প্রতিবেশী ভারত আবার ঐতিহাসিকভাবেই মস্কোর মিত্র। তার মধ্যেও অপরিশোধিত তেলের এই চুক্তি তুমুল অর্থনৈতিক সংকটে পড়া পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন পথ খুলে দিতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা।

বিশেষজ্ঞ অতুল ভারতদ্বোয়াজ বলছেন ডিডলারাইজেশন যে ক্যাম্পেইন শুরু করেছে রাশিয়া ও চীন এটা সফলও হতে পারে। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এই মুদ্রা ব্যবহৃতও হবে।

তার মতে, রাশিয়া ভারতের সঙ্গে যেরকম সম্পর্ক ভালো রাখতে চায় তেমনি পাকিস্তানের সঙ্গেও সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে চাইছে। এসব দেশের সুসম্পর্ক বজায় থাকলে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়া একটা শক্ত অবস্থানেই থাকবে।

ইসলামাবাদ চলতি মাসের শুরুর দিকে রাশিয়া, আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে পণ্য বিনিময় বাণিজ্য পদ্ধতি শুরুর একটি অবকাঠামো দাঁড় করিয়েছে। একেও ডলারবিহীন পণ্য কেনাবেচার আরেকটি পথ খোলার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এসব পদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তান পশ্চিম থেকে পূর্বে নির্ভরশীল হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

গ্রিসে ডুবে যাওয়া নৌকায় ১০০ শিশু ছিল - রিপোর্ট

গ্রিস (ওয়েবডেস্ক)ঃ গ্রিসের দক্ষিণ উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বহন করা যে নৌকাটি ডুবে গেছে তাতে একশর মত শিশু ছিল বলে উদ্ধার হওয়া অভিবাসীরা বলেছে। কমপক্ষে ৭৮ জন মারা গেছে এবং একশোরো বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে গ্রিক কর্মকর্তা এবং বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা জানিয়েছেন নৌকায় আরও কয়েকশো মানুষ ছিল। কোনো কোনো রিপোর্টে বলা হচ্ছে মাছ ধরার ঐ নৌকাটিতে ৭৫০ জন মানুষ ছিল। দেশটির সরকার বলছে, গ্রিসে সবচেয়ে বড় অভিবাসী ট্রাজেডিগুলোর একটি এটি।

তিনদিনের শোক ঘোষণা করেছে গ্রিস।

গ্রিসের কোস্টগার্ড বলেছে, মঙ্গলবার দিনশেষে আন্তর্জাতিক জলসীমায় নৌকাটি দেখা যায় ইইউ সীমান্ত সংস্থা ফ্রন্টেক্সের একটি বিমান থেকে। নৌকাটিতে থাকা যাত্রীদের কেউই লাইফ জ্যাকেট পরা ছিল না এবং কোস্টগার্ড বলছে যে তারা কোনও সাহায্য নিতেও অস্বীকৃতি জানায়।

দেশটির নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে উদ্ধৃত করে গ্রিসের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইআরটি জানিয়েছে, স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ নৌকাটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং সাহায্যের প্রস্তাবও দিয়েছিল। কিন্তু বারবার তারা জবাব দেয়, আমরা ইটালিতে যেতে চাই, এছাড়া আর কিছুই চাই না। এর কয়েকঘণ্টা পর স্থানীয় সময় রাত একটার দিকে নৌকা থেকে একজন গ্রিক কোস্টগার্ডকে বার্তা পাঠাতে থাকে যে নৌকাটির ইঞ্জিন কাজ করছে না। এর কিছুক্ষণ পরই নৌকাটি ডুবে যায়, এবং মাত্র ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে নৌকাটি পুরোপুরি ডুবে যায়। প্রায় সাথে সাথেই অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয়েছিল। তবে প্রবল বাতাসের কারণে উদ্ধারকাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। সমুদ্রে সমস্যায় পড়া অভিবাসীদের জন্য জন্য জরুরি হেল্পলাইন অ্যালার্ম ফোন বলছে যে 'সাহায্য পাঠানোর আগে নৌকাটি যে সমস্যায় পড়েছে, এ বিষয়ে সচেতন ছিল কোস্টগার্ড'।

এছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছিল নৌকাটি ঝামেলায় পড়েছে।

তারা আরও বলছে যে এরকম সমস্যায় পড়লে মানুষ হয়তো গ্রিক কর্তৃপক্ষকে জানাতে ভয় পায়, কারণ দেশটি 'নিয়মতান্ত্রিক ও ভয়াবহ পন্থায় পুশব্যাক' করে।

নৌকাটি লিবিয়া থেকে ইতালি যাচ্ছিল বলে খবর পাওয়া গেছে। যাত্রীদের বেশিরভাগেরই বয়স ছিল ২০ এর কোঠায়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, নৌকাটি বেশ কিছুদিন ধরেই সাগর পথে ভ্রমণ করছিল এবং মঙ্গলবার বিকেলেই সেটিকে দেখা গেছে একটি মল্টিজ কার্গো জাহাজের কাছে, যে জাহাজটি খাবার ও জল সরবরাহ করে।

নৌকাটিতে পাঁচশো থেকে সাতশোর মতো মানুষ ছিল বলে ধারণা দিচ্ছেন বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা।

আরও মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন কর্মকর্তারা।

গ্রিসের কোস্টগার্ডের ক্যাপ্টেন নিকোলাস অ্যালেক্সিউ স্থানীয় টেলিভিশনকে বলেছেন, তাঁর সহকর্মীরা নৌকার ডেকে একদল লোক দেখেছেন। ভূমধ্যসাগরের গভীরতম অংশের একটিতে নৌকাটি ডুবে গেছে।

নৌকাটিতে থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের পরিচয় এখনও জানা জানা যায়নি। জীবিত উদ্ধার হওয়াদের গ্রিসের কালামাতা শহরের একটি হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

গ্রিসের অভিবাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ইয়োরগোস মিশাইলিদিস বিবিসির ওয়াল্ড টুনাইট প্রোগ্রামে বলেছেন গ্রিস বরাবরই ইইউকে বলে আসছে একটি 'কঠোর অভিবাসন নীতি' প্রণয়ন করতে হবে।

টুকরো খবর

দিল্লিতে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের বৈঠকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের বিষয়ে এমন পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের নেয়া উচিত হবে না যা ভারতের স্বার্থের বিপক্ষে যায় - যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে এমনটি বলেছেন ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা। প্রথম পাতায় খবরটি ছেপেছে দৈনিক ইত্তেফাক। লেখা হয়েছে সম্প্রতি ভারতের দুইদিনের সফরে এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদীসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠকে উঠে আসে ভারতে মহাসাগরে চীনের উচ্চাকাঙ্খা ইস্যু। এ সময় বাংলাদেশ ও ভারতের নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় বৈঠকে। একই প্রসঙ্গে মানবজমিনের শিরোনাম - এশিয়ায় চীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রভারত আলোচনা তারা বলছে ভারত মহাসাগরে চীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। এ খবর দিয়েছে অনলাইন ইকোনমিক টাইমস। আলোচনার এজেন্ডায় উঠে আসে ভারতের প্রতিবেশী ইস্যু। এমন দুটি প্রতিবেশী বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের জাতীয় নির্বাচন যথাক্রমে আগামী বছরের শুরুতে এবং এ বছরের শেষের দিকে। এক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি হলো তার প্রতিবেশীদের বিষয়ে এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া উচিত হবে না, যা ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। যুক্তরাষ্ট্র চীনের পাল্টাপাল্টি অবস্থান দেশের জন্য অশনিসংকেত - দৈনিক যুগান্তরের প্রধান শিরোনাম এটি। এতে বলা হয়েছে বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বশক্তিগুলোর মেরুকরণ প্রকাশ্যে চলে এসেছে। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত ঃ এ প্রতিযোগিতা চলতে থাকলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে । এটা থামাতে ব্যর্থ হলে বিপদ বাড়তে পারে। তারা বলেছেন, বড় শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে নিয়ে টানাটানি করা বিপজ্জনক। বাংলাদেশের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র কোন ভূখন্ডই দাবি করেনি রাশেদ খান মেননের বক্তব্যে মার্কিন দূতাবাসের প্রতিক্রিয়া নিয়ে খবরটির এমন শিরোনাম করেছে দৈনিক মানবজমিন। বুধবার জাতীয় সংসদে ২০২৩২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতিকে 'রেজিম চেঞ্জ' কৌশলের অংশ উল্লেখ করে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি দাবি করেছেন, তারা সেন্টমার্টিন চায়, কোয়াডে বাংলাদেশকে চায়। বর্তমান সরকারকে হটানোর লক্ষ্যে তারা সব কিছু করছে। পত্রিকাটি লিখেছে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সেলর শন ম্যাকিনটোশ মানবজমিনকে জানান, 'যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ শক্তিশালী এবং সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব বজায় রাখে। আমরা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করি। দেশটির কোনো ভূখণ্ডের ওপর আমরা কোনো দাবি করিনি। নিরাপদ ও সুরক্ষিত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিশ্চিতে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বকে আমরা মূল্য দিই এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সহ গণতন্ত্রের প্রচারে একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করি।' এতে বলা হয় ৬ মার্কিন কংগ্রেসম্যান শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা অসত্য উল্লেখ করে ১৯২ বাংলাদেশি ও বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক যে।থ বিবৃতি দিয়েছেন। তারা লিখেছেন, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী বাংলাদেশি ও আমেরিকানরা কংগ্রেসম্যানের চিঠি থেকে মিথ্যা তথ্য প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। জামালপুরে সাংবাদিক হত্যার খবর প্রথম পাতায় ছাপিয়েছে দেশের প্রায় সবকয়টি জাতীয় পত্রিকা। প্রথম আলো শিরোনাম করেছে - মোটর সাইকেল থেকে ফেলে সাংবাদিককে পিটিয়ে হত্যা। খবরে বিস্তারিত বলা হচ্ছে জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার পাটহাটি মোড়ে গত বুধবার রাতে সাংবাদিক গোলাম রব্বানি মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন দৌড়ে গিয়ে চলন্ত মোটরসাইকেলটি পেছন দিক থেকে টেনে ধরে এবং ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। গোলাম রব্বানি পড়ে যাওয়ার পরপরই একদল সন্ত্রাসী ওই সাংবাদিককে টেনেহিঁচড়ে কিলঘুষি ও ব্যাপক মারধর করতে থাকে। সিসিটিভি ফুটেজে এই দৃশ্য দেখা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ফুটেজ সংগ্রহ করে হামলাকারীদের শনাক্ত করা হয়েছে। সবাইকে ধরার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে চারজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে এই হত্যাকান্ড। গোলাম রব্বানি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে মারা যান। তিনি 'বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম'এর জামালপুর জেলা প্রতিনিধি ছিলেন। একই সঙ্গে 'একাত্তর টিভির' বকশীগঞ্জ উপজেলা সংবাদ সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করতেন। ঘটনাটি নিয়ে ইত্তেফাকের শিরোনাম বকশিগঞ্জে সাংবাদিককে পিটিয়ে হত্যা। হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে গতকাল বিকেলে জামাল প্রেস ক্লাবে জরুরী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে কোরবানি পশুর দামে - এটিই প্রধান শিরোনাম করেছে দৈনিক বণিক বার্তা। তারা লিখেছে কোরবানির ঈদ সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে পশু কেনাবেচা। দেশে এখন কোরবানিযোগ্য পশু আছে চাহিদার চেয়ে ২১ লাখেরও বেশি। এর পরও এবার পশুর দাম বাড়তির দিকে থাকবে বলে জানিয়েছেন খামারিরা। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য হলো পশুখাদ্যের উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ও সার্বিক লালন-পালনের খরচ বাড়ার কারণেই এবার দাম বাড়তির দিকে থাকতে পারে। ডেঙ্গুতে একদিনে রোগী ভর্তির রেকর্ড, ২৮৫ জন - দৈনিক সংবাদের শিরোনাম এটি। বিস্তারিত বলা হয়েছে এক দিনে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্তের সর্বোচ্চ রেকর্ড ২৮৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যুও হয়েছে। এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে এখন ভর্তি আছে ৯৩৭ জন। আর চলতি বছরের পহেলা জানুয়ারি থেকে বৃহস্পতিবার (১৫ জুন) সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতালে মোট ভর্তি হয়েছে ৪ হাজার ৮৭ জন। আর চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মারা গেছেন মোট ২৯ জন। কীটতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেঙ্গুজ্বরের বাহক এডিশ মশার প্রজননস্থল ধ্বংস না করলে পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ৫৮২ কোটি টাকা কি বাতাসে খেয়েছে? যুগান্তরের আরেকটি শিরোনাম। খবরটি ৫৮২ কোটি টাকার সার আত্মসাতের ঘটনায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন বিসিআইসিকে নিয়ে। এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল না করায় হাইকোর্ট অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, টাকা কি বাতাসে খেয়েছে? কারা কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত, কারা টাকা আত্মসাৎ করেছে সুনির্দিষ্ট করে তাদের নাম দিন। ৫ জুন ৫৮২ কোটি টাকার সার আত্মসাতের বিষয়ে বিসিআইসিকে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ওই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না, জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়। পাশাপাশি দুদককে এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত। গুজরাটে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় - ইত্তেফাকের শিরোনাম। তারা লিখেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সৌরাষ্ট্র উপকূলে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড়টি। আঘাত হানার সময় প্রতি ঘন্টায় বাতাসের গতিবেগ ছিল ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার। পাকিস্তানের করাচি উপকূলেও ঝড়টি গতকাল মধ্যরাতে আঘাত হানার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। আগেই সতর্কতা বিবেচনায় উপকূলবর্তী দেড় লাখ মানুষকে সরিয়ে নিয়েছে ভারত ও পাকিস্তান।

'অনুমতি দিতে সরকার বাধ্য হয়েছে' ঃজামায়াতে ইসলামী

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ প্রায় এক দশক পর ঢাকায় এক সমাবেশ করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনায় এসেছে জামায়াতে ইসলামী। মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকার কারণে জামায়াত ইসলামীর রাজনীতি নিষিদ্ধ করার একটা জোরালো দাবি যেখানে রয়েছে সেখানে সরকার রাজনৈতিক সভা সমাবেশের অনুমতি কেন দিল সে প্রশ্ন রয়েছে অনেকের। নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতের মাঠের রাজনীতিতে ফেরার এই কর্মসূচীকে ঘিরে চলছে নানা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। জামায়াতকে ঢাকায় সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া নিয়ে সরকারের মন্ত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। ওই সভার অনুমতির পেছনে জামায়াতের জনসমর্থন, রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের বৈধতা থাকা এবং রাজনৈতিক কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। জামায়াতকে কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে সমাবেশের অনুমতি দেয়া হলো তা নিয়ে বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতেরও আলাদা ব্যাখ্যা রয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের বিচার শুরুর পর গত প্রায় দশ বছরে জামায়াত রাজপথে সভাসমাবেশ করার অনুমতি পায়নি। তবে দলটি বিভিন্ন সময় ঝটিকা মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ করে কর্মসূচী পালন করেছে। দলের কেন্দ্রীয় নেতারা ঘরোয়া বৈঠক করতে গিয়েও প্রশাসনের চাপ এবং মামলা হয়রাণি ও গ্রেপ্তারের মুখোমুখী হয়েছেন।

ধর্ষণের সংজ্ঞা পাল্টালো জাপান, বাড়ালো যৌন সম্পর্কের সম্মতির বয়স

টোকিও (এজেন্সী) ঃ জাপানে ধর্ষণের সংজ্ঞা বদল করে এবং যৌন মিলনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স বাড়িয়ে যৌন অপরাধ সংক্রান্ত আইনে বিরাট পরিবর্তন আনা হয়েছে।

আগে জাপানে কেবল 'জোর করে যৌনমিলন'কেই ধর্ষণ বলে গণ্য করা হতো। এখন সংজ্ঞা পাল্টে বলা হয়েছে 'সম্মতিবিহীন যৌনমিলন' ধর্ষণ বলে গণ্য হবে। এর মাধ্যমে অন্যান্য দেশের আইনের সঙ্গে জাপানে যৌন অপরাধ সংক্রান্ত আইনকানুনের সামঞ্জস্য আনা হলো।

অন্যদিকে যৌনমিলনের ক্ষেত্রে সম্মতির বয়স ১৩ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৬ বছর করা হয়েছে।

সমালোচকরা বলেছিলেন, জাপানে কাউকে যৌন মিলনে বাধ্য করা হলে আগের আইনে কোন সুরক্ষা ছিল না, ফলে অনেক যৌন হামলার ঘটনা নিয়ে অভিযোগ করা যেত না। এছাড়া আদালতে এরকম মামলার রায়ে অনেক অসঙ্গতি থাকতো।

জাপানের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে শুক্রবার নতুন আইন পাশ হয়।

নতুন আইনে বেশ সুস্পষ্টভাবে এমন আটটি পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ভিক্টিমের পক্ষে 'যৌন মিলনে অসম্মতি জানানো বা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং তা প্রকাশ করা বেশ কঠিন।

এরকম পরিস্থিতির মধ্যে আছে, মদ বা মাদকের প্রভাবে ভিক্টিম নেশাগ্রস্ত, সহিংসতা বা হুমকির মুখে, অথবা ভীতসন্ত্রস্ত এবং বিস্মিত। অন্য একটি পরিস্থিতির কথাও এতে বলা হয়েছে যেখানে 'ক্ষমতার অপব্যবহার' করা হচ্ছে এবং 'অসম্মতি জানালে তার পরিণতি কী হবে' সেটি নিয়ে ভিক্টিম চিন্তিত।

জাপানে ১৯০৭ সালে যৌন সম্মতির আইন পাশ করার পর এই প্রথম সেই আইনে কোন পরিবর্তন আনা হলো।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে এতদিন পর্যন্ত জাপানেই যৌন মিলনে সম্মতির বয়স সবচেয়ে কম ছিল। তবে জাপানে ১৩ হতে ১৫ বছর বয়সী কারও সঙ্গে যদি কেউ যৌন মিলন করে, তাকে কেবল তখনই সাজা পেতে হবে - যদি তার বয়স ভিক্টিমের চেয়ে পাঁচ বছর বা তার বেশি হয়। অন্যদিকে জাপানে ধর্ষণের অভিযোগ আনার সময়সীমাও ১০ বছর থেকে ১৫ বছর করা হয়েছে, তাকে ধর্ষণের শিকার হওয়া ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে আরও বেশি সময় পান। নতুন আইনে যৌন উদ্দেশ্যে 'গোপনে ছবি তোলাও' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অসতর্ক মূহুর্তে বা বিনা অনুমতিতে মেয়েদের অসংলগ্ন কাপড়ের নিচ দিয়ে ছবি তোলা কিংবা কোন যৌন কাজের ছবি তোলা এর মধ্যে পড়বে।

জাপানে ২০১৯ সালে বেশ কয়েকটি ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্তরা রেহাই পেয়ে যাওয়ার পর যে আন্দোলন শুরু হয়, তারপর আইনে এসব সংস্কার আনা হলো। ২০১৯ সালে এ নিয়ে দেশজুড়ে 'ফুল হাতে বিক্ষোভ' শুরু হয়েছিল।

আইনের সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীরা ন্যায় বিচার চেয়ে এবং যৌন অপরাধের শিকারদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে এসব বিক্ষোভে অংশ নেন। তবে কয়েকজন আন্দোলনকারী বিবিসিকে বলেছেন, এসব আইনি সংস্কারের ফলে পুরো সমস্যার একটি অংশের মোকাবেলা করা যাবে মাত্র। টোকিও ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস নাউ' এর কাজুসো ইটো বলেন, সেক্স এবং এর জন্য সম্মতির বিষয়ে বহু প্রজন্ম ধরে জাপানে যে বিকৃত ধারণার প্রচলন ঘটেছে, সেগুলোরও মোকাবেলা করতে হবে। জাপানে যৌন অপরাধের শিকার হয়ে যখন কেউ প্রকাশ্যে এনিয়ে মুখ খোলেন, তখন তাদের প্রায়শই হুমকি বা অনলাইনে নোংরা মন্তব্যের শিকার হতে হয়।

আন্দোলনকারীরা বলছেন, আইনের সংস্কারের পরও যৌন অপরাধের শিকার ব্যক্তিরা যেন এ নিয়ে অভিযোগ করতে এগিয়ে আসেন, সেজন্যে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। জাপানে এধরনের অপরাধের শিকার হওয়ার পরও অনেকে অভিযোগ করতে অনাগ্রহী থাকেন, কারণ জাপানি সমাজে বিষয়টি লজ্জার এবং কলঙ্কের ঘটনা বলে মনে করা হয়।

২০২১ সালে জাপান সরকারের পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, মাত্র ছয় শতাংশ নারী বা পুরুষ এরকম ঘটনার শিকার হওয়ার পর অভিযোগ করেছেন।

জরিপে অংশ নেয়া অর্ধেক নারী বলেছেন, 'বিব্রতকর' বলে তারা এ নিয়ে অভিযোগ করতে চাননি।

মিজ ইটো বলছেন, সমাজে গেড়ে বসা এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে দেশজুড়ে মানুষকে সচেতন এবং শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। যৌন সহিংসতার অপরাধ করে কেউ যেন পার পেয়ে না যায় সেটি নিশ্চিত করার এটাই একমাত্র উপায়। একজন মানবাধিকার আইনজীবী সাকুরা কামিতানি বলেন, যৌন অপরাধের শিকার যারা, জাপানের উচিত তাদের আরও বেশি মানসিক এবং আর্থিক সাহায্য দেয়া। আর অপরাধীরাও যেন আবার দ্বিতীয়বার একই কাজ না করে সেজন্যে তাদেরকেও সহায়তা দেয়া প্রয়োজন।

ভূমিকম্পে আবারো কাঁপলো ঢাকা ও সিলেট

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় শুক্রবার সকালে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সকালে ১০টা ৪৬ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজধানী ঢাকা থেকে ২০২ কিলোমিটার উত্তরপূর্ব দিকে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। এই ভূমিকম্প ছিল ৪.৫ মাত্রার। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এই ভূমিকম্পকে 'হালকা' হিসেবে বর্ণনা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা বা ইউএসজিএস তথ্য অনুযায়ী ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিলে সিলেটের গোলাপগঞ্জ এলাকায়। উৎপত্তিস্থলে ভূমিকম্প ছিল পাঁচ মাত্রার। বাংলাদেশের পাশাপাশি সীমান্তের অপর পাশে ভারতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সিলেট থেকে সাংবাদিক গুলজার আহমেদ জানান, সিলেট শহরে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি ছিল আঁতকে ওঠার মতো। তাঁর ধারণা, এই ভূমিকম্প আট থেকে দশ সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছে। এ সময় আতঙ্কে বিভিন্ন বহুতল ভবন থেকে বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে আসেন। তখন বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। এ অবস্থাতেই অনেকে ভবন থেকে রাস্তায় নেমে আসেন। আমি নিজেও তিনতলা থেকে রাস্তা নেমে এসেছিলাম, বলেন গুলজার আহমেদ। এই ভূমিকম্পে এখনো পর্যন্ত কোন ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। গত ৫ই মে ঢাকায় সর্বশেষ ভূমিকম্প হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস এর হিসেব অনুযায়ী তখন ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩।

আমেরিকান সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার কাছে বিক্রমপুরের দোহার থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে। এই ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলকে এমনিতেই ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেন বিজ্ঞানিরা।

ভূতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কয়েকটি প্লেট থাকার কারণে এসব এলাকা ভূমিকম্পের বড় ঝুঁকিতে রয়েছে।

সুনামগঞ্জ, জাফলং অংশে ডাউকি ফল্টের পূর্বপ্রান্তেও ভূমিকম্পের ঝুঁকি রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন।

এসব ফল্টে ভূমিকম্প হলে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা বা বিপদের মাত্রা অনেক বেশি বলে তিনি আশঙ্কা করছেন।

বিশ্বের কোন দেশ সর্বাধিক রেমিট্যান্স আয় করে এবং কোন দেশ থেকে বেশি পাঠানো হয়?

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় বিশ্বজুড়েই অর্থনীতিতে রেখে চলেছে বড় ভূমিকা। আর সেই ভূমিকার কথা মাথায় রেখেই জাতিসংঘ প্রতি বছর ১৬ই জুন পালন করে আন্তর্জাতিক পারিবারিক রেমিট্যান্স দিবস।

সংস্থাটির হিসেবে বিশ্বজুড়ে ২০০ মিলিয়ন প্রবাসী তাদের পরিবারের প্রায় ৮০০ মিলিয়ন সদস্যের কাছে রেমিট্যান্স পাঠায়।

সাধারণত একজন প্রবাসী তার আয় করা অর্থ যখন তার পরিবারের সহায়তার জন্য দেশে পাঠায় সেটাকে রেমিট্যান্স বলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এটাকে বলা হয় 'লাইফলাইন'।

কিন্তু এই রেমিট্যান্সের অংক বিশ্বজুড়ে আসলে কত বড়? কোন দেশে সবচেয়ে রেমিট্যান্স আসে? আর সেসব অর্থ আসে কোন সব দেশ থেকে?

পরিসংখ্যানে বৈশ্বিক রেমিট্যান্স

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইএমওর হিসেবে বিশ্ব জনসংখ্যার ৩.৪ অভিবাসী। আর তাদের উপার্জিত অর্থ পুরো বিশ্বের জিডিপিতে ৯.৪ অবদান রাখে।

সংস্থাটি বলছে, সবমিলে বিশ্বের ১৪ শতাংশ মানুষ রেমিট্যান্সের সাথে যুক্ত, যাদের কেউ পাঠাচ্ছে আবার কেউ গ্রহণ করছে।

তবে বিশ্বব্যাংকের হিসেবে মোট রেমিট্যান্সের ৬০ থেকে ৯৫ শতাংশ সাধারণত যায় নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে। অর্থাৎ ৪০টি ধনী দেশে কাজ করে শ্রমিকরা অন্তত ১২৫টি দেশে তাদের পরিবার ও স্বজনের কাছে রেমিট্যান্স পাঠায়। যা দিয়ে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ হয়।

২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে পাঠানো রেমিট্যান্সের মোট পরিমাণ ৭৯৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার। আর এর মধ্যে ৬২৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার গিয়েছে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে। ২০২১ সালে এর পরিমাণ ছিল ৫৯৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার। তবে সে বছর রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.২ শতাংশ, যা গত বছর কমে দাঁড়ায় ৪.৯ শতাংশ।

সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্সের দেশ

ভারত ঃ ২০০৮ সাল থেকেই বিশ্বের শীর্ষ রেমিট্যান্স উপার্জনের দেশ ভারত। ১৪০ কোটির উপর জনসংখ্যার এই দেশে ২০২২ সালে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ইউএস ডলার স্পর্শ করেছে। যা আগের বছর থেকে ১৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার বেশি।

ভারতের এই বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্সের পেছনে কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে দেশটির জনশক্তি এখন উপসাগরীয় দেশগুলোর অল্প বেতনের চাকরির চেয়ে প্রাধান্য দিচ্ছে ধনী দেশে উচ্চ দক্ষতার চাকরির দিকে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষিত ভারতীয়রা প্রযুক্তি ও নানা ক্ষেত্রে বেছে নিচ্ছে উচ্চ বেতনের চাকরি। তবে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি ভারতের মোট জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান ২.৯ শতাংশ।

মেক্সিকো ঃ ২০২১ সালে রেমিট্যান্স অর্জনে চীনকে পেছনে ফেলে দুইয়ে উঠে আসে মেক্সিকো। গত বছরও সেই ধারা ধরে রাখে উত্তর আমেরিকার এই দেশটি। ২০২২ সালে তাদের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৬০ বিলিয়ন ইউএস ডলার। যা তাদের জিডিপির ৪.২ শতাংশ। আর তাদের বেশিরভাগই এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ২০২১ সালে তাদের মোট রেমিট্যান্সের ৯৫ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠায় দেশটির অভিবাসীরা।

চীন ঃ গত বছর চীনের মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৫১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। রেমিট্যান্স আসা শীর্ষ দেশগুলোর তালিকার ৩ নম্বরে তারা। তবে তাদের বৃহৎ অর্থনীতির খুবই সামান্য পরিমাণ অংশ এটি। তাদের মোট জিডিপির মাত্র ০.৩ শতাংশ।

ফিলিপিন্স ঃ আগের বছরের ন্যায় ২০২২ সালেও রেমিট্যান্স অর্জনে বিশ্বে ৪র্থ স্থানে অবস্থান ফিলিপিন্সের। আর প্রতিবছর দেশটির প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে রেমিট্যান্সের পরিমাণ বাড়ছে। গত বছর দেশটিতে যোগ হওয়া রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৩৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এছাড়া ট্যুরিজমও দেশটির অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখে। সবমিলে রেমিট্যান্স ফিলিপিন্সের জিডিপির ৯.৫ শতাংশ।

মিশর ঃ ২০২২ সালে মিশরের মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৩২ বিলিয়ন ইউএস ডলার। দেশটির জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান ৬.৯।

পাকিস্তান ঃ নানা অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেও দেশটিতে রেমিট্যান্স আসা বন্ধ হয়নি, তবে পরিমাণ কিছুটা কমেছে। ২০২১ সালে যেখানে পাকিস্তানে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৩১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। গত বছর তা কমে দাঁড়ায় ২৯ বিলিয়ন ইউএস ডলারে। যার বেশিরভাগই এসেছে সে।দি আরব, আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন উপসাগরীয় দেশ থেকে। আর প্রবাসীদের আয় পাকিস্তানের মোট জিডিপির ৭.৭ শতাংশ।

ফ্রান্স ঃ ইউরোপের অন্যতম বড় অর্থনীতির এই দেশটিতে রেমিট্যান্স আসা কিছুটা কমেছে। ২০২১ সালে যেখানে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৩২ বিলিয়ন ইউএস ডলার, গত বছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৮.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারে। যা দেশটির মোট জিডিপির ১ শতাংশ।

বাংলাদেশ ঃ বিশ্বব্যাংকের হিসেবে রেমিট্যান্স উপার্জনে বিশ্বে ৮ম অবস্থানে বাংলাদেশ। অবশ্য ২০২১ সালে যেখানে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ২২ বিলিয়ন ইউএস ডলার, গত বছর তা নেমে এসেছে ২১ বিলিয়ন ইউএস ডলারে। এর কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে অর্থ আসা। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের একটা বড় উৎস হল রেমিট্যান্স। যার বড় একটা অংশ আসে মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। এছাড়া প্রবাসী আয় থেকে যোগ হয় দেশের মোট জিডিপির ৪.৬ শতাংশ।

প্রবাসী আয়ের দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষ দশের বাকি দুটি দেশ হল জার্মানি ও নাইজেরিয়া।

সাধারণত ছোট অর্থনীতির দেশগুলি অনেক বেশি রেমিট্যান্সের উপর নির্ভরশীল হয়। তাদের অর্থনীতির চাকা নির্ভর করে রেমিট্যান্স প্রবাহের উপর। অনেক দেশেই তাই জিডিপির একটা বড় অংশ যোগান দেয় প্রবাসী আয়।

২০২২ সালে বিশ্বের অন্তত ২৫টি দেশের জিডিপির অন্তত ১৫ শতাংশ এসেছে রেমিট্যান্স থেকে। তবে সবার উপরে টোঙ্গা। পলিনেশিয়ার এই দ্বীপরাষ্ট্রের মোট জিডিপির ৫০ শতাংশই হল রেমিটেন্স। এরপর আছে লেবানন। নানান আর্থিক ও মানবিক সংকটে থাকা এই দেশের জিডিপির ৩৮ শতাংশ যোগান দেয় রেমিট্যান্স।

পর্যটনের উপর নির্ভরশীল আরেক দ্বীপ রাষ্ট্র সামোয়ার জিডিপির ৩৪ শতাংশ আসে রেমিট্যান্স থেকে। এছাড়া তাজিকিস্তানের মোট জিডিপিতে ৩০ শতাংশের উপর আসে রেমিট্যান্স থেকে।

শীর্ষ দশে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ নেপাল। তাদের পর্যটন খাতের পাশাপাশি প্রবাসী শ্রমিকরা যে রেমিট্যান্স পাঠায় তা নেপালের জিডিপির ২২ শতাংশ।

রেমিট্যান্স আসে কোন দেশ থেকে?

এবার কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স যায় একটু সেটায় নজর দেয়া যাক। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের সবশেষ হিসাব আছে ২০২১ সাল পর্যন্ত। সে বছর সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে, মোট ৭২ বিলিয়ন ডলার। এরপরের অবস্থানটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের। তাদের দেশ থেকে রেমিট্যান্স গিয়েছে ৪৭ বিলিয়ন ডলার। সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স যায় বছরে ৪০ বিলিয়ন ডলারের মতো। আর ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে সুইজারল্যান্ড থেকে। এরপর শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় আছে যথাক্রমে চীন, কুয়েত, জার্মানি, ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ ও রাশিয়া। বাংলাদেশ থেকে ২০২১ সালে বিভিন্ন দেশে রেমিট্যান্স গিয়েছে ১০১ মিলিয়ন ইউএস ডলার।বিশ্বব্যাংক বলছে এ বছর রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির হার নির্ভর করছে ধনী দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর। তবে তাদের অনুমান চলতি বছরে প্রবৃদ্ধির হার অন্তত ২ শতাংশ কমে যাবে। ফলে নিম্ন আয়ের দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে শঙ্কা বিশ্ব ব্যাংকের।